



ডেইলি দেশের কথা

Daily Desher Katha • 44th year • Issue : 210 • Sunday • 19th March 2023 • Price : Rs. 5.00

DAILY DESHER KATHA □ বর্ষ ৪৪ □ সংখ্যা ২১০ □ আগরতলা ১৯ই মার্চ, ২০২৩ □ ৪ঠা চৈত্র, ১৪২৯ □ রবিবার □ REGD NO. RN 34238/1979 Postal Regn. No. AGT / NE-983 / 2015-17 মূল্য : ৫ টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৮



ইন্টারনেট সংস্করণ : www.dailydesherkatha.net

জয় আদায় করেই ফিরল লং মার্চ

মুরলীধর বুধা মিসার।। বাসিন্দ (মুন্সাই), ১৮ মার্চ : আল্পা বেটিনা মোর বয়সটা বেশ কম। তরুণ সেই কিমানের মুখে খানিকটা 'আত্মপ্রচার'। শনিবার দুপুরে প্রায় খালি হয়ে যাওয়া ইদগাহ ময়দানে দাঁড়িয়ে মিডিয়াকে বাইট দিচ্ছিলেন ভিভোর থেকে আসা সেই জোয়ান। বললেন, 'একটা সময় ছিল কৃষকদের ব্যাপারটা সেকেন্ডারি ছিল। আমরাই তো কিয়ানের আন্দোলনকে ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়েছি।' চোখে মুখে স্পষ্ট লড়াই করে জয় তিনিয়ে নেওয়ার গৌরব। বৃহস্পতিবার রাতেই মিছিলে যুদ্ধ জয়ের ইস্তি। গতকাল বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী 'কৃষকদের সব দাবি মেনে নেওয়ার' ঘোষণা আর প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তি জারি এসবে স্পষ্ট হয়ে যায় জিত। তবু আল্পা তীব্র ফেলব বসেছিলেন রাতের বৃত্তিতে ভিজে যাওয়া ইদগাহ ময়দানে। নেতারা না বলা পর্যন্ত নড়বেন না।

আজ সকালে সমাবেশ থেকে কিমান নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক জে পি গাভিট ঘোষণা করলেন, সরকার ১৪মঞ্চ দাবির সবটাই মেনে নিয়েছে। কৃষকদের দাবিগুলি কীভাবে পূরণ হবে সে সম্পর্কে রিপোর্ট সেনার জন্য কমিটি তৈরি করেছে সরকার। লিখিতভাবে কিমান সভাকে সে সমস্ত কিছুই জানিয়েছে বরকার। গাভিট বললেন, যে সরকার ও পুলিশ আগে আন্দোলন বানাচলারতে নেমেছিল, তারাই পরে লং মার্চের জোশ দেখে কথা বলতে বাধ্য হয়েছে। 'আমাদের সব দাবি মেনে নেওয়ার জন্য ওদের ধন্যবাদ', সবাবশেষ বললেন গাভিট।

আগাতেই এই আন্দোলন তুলে নেওয়ার গাভিটের ঘোষণার পরই ময়দানজুড়ে গুরু হয়ে যায় ধরে ফেরার প্রস্তুতি। গুরু হলো সঙ্গে বেঁধে আনা চাল-গম, ডাল, সবজি, বাসন-কোসন ওছিয়ে নেওয়ার পাল্লা। আরেকদিকে তখন তাঁবু খোলার কসরত। সঙ্গে আনা



● জয়ী হয়ে ঘরে ফিরছেন কৃষকরা।।

ট্রাস্টার-ট্রিলিতে সেগুলি চাপিয়ে একদল রওয়ানা দিয়ে দিল নিজের নিজের গ্রামের পথে। বাকিরা বাসিন্দা থেকে নাসিকের ট্রেন ধরবেন বলে অপেক্ষায় রইলেন। রাজ্য সরকার আন্দোলনরত কিয়ানদের বাড়ি ফেরার জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে। আরো কিছু লোক তখনও রয়ে গেছেন সভক পথে ১২০ কিলোমিটার দূরের নাসিকে ফিরবেন বলে।

তারেই একজন কিয়ান সভার তরুণ কর্মী আল্পা। মারাঠী মেশানো হিন্দিতে বললেন, '২০১৮-র প্রথম লং মার্চের পর এদেশে কৃষকদের সমস্যার কথাটা সামনে চলে এসেছিল। তারপরই তো একবছরেরও বেশি সময় ধরে গোটা ভারত দেখলো এক সফল আন্দোলন। এবার আবার আমরা আন্দোলন নামলাম। আর সমস্ত দাবি আদায় করেই ফিরছি।'

কিয়ান সভার মহারাষ্ট্র রাজ্য কমিটির ডাকে এই সফল আন্দোলনকে

অভিনন্দন জানিয়েছে সারা ভারত কিয়ান সভার কেন্দ্রীয় কমিটি। অশোক ধাওয়ালে ও বিজু কৃষ্ণান স্বাক্ষরিত সেই অভিনন্দন বাতায়ী বলা হয়েছে, 'আদিবাসী, গরিব খেতমজুরদের এই জয় জনবিরোধী বিজেপি সরকার ও তার কর্পোরেটমুখী নীতির বিরুদ্ধে আগামীদিকে তারি আন্দোলনকে উৎসাহ জোগাবে।'

আর সকালে ময়দানে কিয়ান নেতারা এই আন্দোলনের জয়কে উৎসর্গ করলেন শহিদ কমরেড পুভালিক আমবেলা যাম্বডকে। গুজরবার রাত আটটা নাগাদ রাতের খাওয়ার পরই অসুস্থ বোধ করেন ভিগোরির কাকের এক গ্রাম থেকে আসা বছর আটম্বর পুণ্ডলিক। বমিও করেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শাহপুরের হাসপাতালে। কিন্তু পথেই মৃত্যু হয়েতো তার। সকালে কিয়ান নেতা অজিত নাওল জ্ঞানালেন, সকালেই ময়নাতদন্তের পর শহিদ কমরেডের

মরদেহ তার গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানেই তার শেষকৃত্য হবে। আন্দোলন চলাকালীন এই কৃষকের মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্য সরকার তার পরিবারের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন। এই এক শহিদের প্রাণ আর হাজার-হাজার কৃষক-শ্রমিকের যত্নগা-কষ্টের বিনিময়ে তিনিয়ে আনা এই জয়ে অনুপ্রাণিত আরেক কৃষক নেতা জিতেন্দ্র চোপাদের কথায়, 'এআইকেএস'র উপর আস্থা ছিল কৃষকদের। সঙ্গে ঈশ্বারীর সুর, 'লড়াই জিতেই আমরা বাসিন্দ ছাড়ছি। সরকার যদি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে ছাঁদাম পর আবার আমরা ফিরাবো, আরো বড় সংখ্যায়।'

গত কয়েকদিন ধরে 'একসাথে রামা করা, একসাথে খাওয়া আর একসাথেই পথ চলা' এক গ্রামের বাইশজনদের দল্লার অন্যতম সুকরাম পাওয়ারের কথায়, 'আমাদের

বাপ-দাদারা জমির মালিকানার জন্য লড়াতে লড়াতে মরে গেছে। আমি চাই না আমার জেসেমেরোও একই লড়াই লড়াতে লড়াতে মরুক। তাই এই লড়াইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' একা পাওয়ার নন, এই একই দাবিতে হাজার হাজার দলিত কৃষক এই লং মার্চে এসেছেন। তাদের দাবি বনভূমি আর তারা যে জমি চাষ করেন তার মালিকানা তাদেরই দেওয়া হোক। আল্পা-আলোচনা সরকার এই বিষয়টি রূপায়ণে মন্বিসভার একটা প্যানেল তৈরি করেছে। সেই প্যানেলে কিমান নেতা গাভিট ও বিধায়ক বিনোদ নিকোলেকেও নেওয়া হয়েছে। তারা এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট দেবে।

কৃষকদের এই সমস্ত দাবির পাশাপাশি এই লং মার্চের ১৪ দফা দাবির মধ্যে শ্রমিকদেরও বেশ কিছু দাবি ছিল। শুরু থেকেই লং মার্চে পথ হাঁটছিলেন শ্রমিক নেতা, সিআইটিউ'র সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি বি এল কারাড। সরকারের সঙ্গে মারামির আলোচনাতেও ছিলেন কারাড। এদিন জানালেন, 'সরকার শ্রমিকদের দাবিগুলি নিয়ে ইতিবাচক। আশা কর্মীদের সাম্মানিক ১৫০০টাকা বাড়িতে রাজি হয়েছে। টিকা করায়ও এবার থেকে সরাসরি তাঁদের অ্যাকাউন্টে বেতন পাবেন।'

এদিন সকালে কারাডের কথায় মিললো আগামী দিনের লড়াইয়ের অর্থাৎ 'জ্ঞানালেন', 'এগুলি ছিল রাজস্বের দাবি। সামনে আরও বড় ইস্যু রয়েছে। সেই বিষয়গুলি তুলেই ৫এপ্রিল রাজধানী ঘিরে ফেলবে শ্রমিক-কৃষকরা।' কারাডের ঘোষণা, 'মহারাষ্ট্র থেকে প্রায় দশ থেকে ১৫ হাজার কৃষক, শ্রমিক, ক্ষেতমজুর সেখানে যাবেন। টিকিট বুকি চলছে। আর গ্রাম স্তরে, ব্লক-স্তরে সভাও হচ্ছে।'

কারাডের সেই লড়াই চালিয়ে

● দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

ধর্মঘট ভাঙতে দানবীয় পদক্ষেপ উত্তরপ্রদেশে

১৩৩২ বিদ্যুৎকর্মী ছাঁটাই, ২২ নেতার বিরুদ্ধে এসমা, সরকারকে হুঁশিয়ারি

নিজস্ব সংবাদদাতা: লক্ষ্ণৌ, ১৮ মার্চ : উত্তরপ্রদেশে আন্দোলনরত বিদ্যুৎ কর্মীদের সঙ্গে সংঘাতে নামলো বিজেপি সরকার। ধর্মঘট ভাঙতে ছাঁটাই, এসমা সব ধরনের দমনমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। ১৩৩২ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। ২২ জন নেতার বিরুদ্ধে এসমা আইনে মামলা দায়ের হয়েছে। পুলিশ তাদের থেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ আন্দোলনরত কর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। এরপরই বিদ্যুৎ মন্ত্রী এ কে শর্মা আরও হাজার হাজার কর্মচারীকে ছাঁটাইয়ের হুমকি দিয়েছেন। পালটা কর্মচারীরাও ঈশ্বরীয়ার দিয়েছেন সরকারকে। আন্দোলনকারী বিদ্যুৎ কর্মীরা জানিয়ে দিয়েছেন, সরকার দমনপীড়নের পথ নিলে অনিদিষ্টকালীন ধর্মঘটে যাওয়া হবে। রাজ্যজুড়ে কর্মীরা গণগ্রন্থারি দেবেন এবং জেল ভরো আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে।

এদিন রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সঙ্গে আন্দোলনরত বিদ্যুৎ কর্মীদের বৈঠক চলছে। বৈঠকে সরকারি দমন নীতি প্রত্যাহার না করলে রাতেই গ্রন্থার হওয়ায় অন্য কর্মচারীরা প্রস্তুত।

যাদের ছাঁটাই করা হয়েছে তাদের কাজে না ফেরালে, এসমাসহ অন্যসব দমনমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার না করলে ধর্মঘট অনিদিষ্টকালীন নিয়োগওয়া হবে বলে ঈশ্বরীয়ার দিয়েছে আন্দোলনরত কর্মচারীরা। বিভিন্ন জেলায় রাত পর্যন্ত ধর্মঘট কর্মচারীরা বসে রয়েছেন। উল্লেখ্য, ২৩ বছর পরে উত্তরপ্রদেশের

দেশজুড়ে আন্দোলনের ডাক সি আই টি ইউ'র

বিদ্যুৎ কর্মচারীরা রাজ্যজুড়ে ধর্মঘট করলেন। ২০টি সংগঠন ধর্মঘটে যোগ দিয়েছে।

উত্তর প্রদেশে বিদ্যুৎ কর্মচারীদের ধর্মঘট দ্বিতীয় দিনে পড়েছে শনিবার। অপরায়তে জেলাশাসক বিদ্যুৎ সাব-সেক্টরে গিয়ে বিদ্যুৎ কর্মীদের মাটিতে পুঁতে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। মহোবার জেলাশাসক ১২ জন চুক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ কর্মচারীকে ছাঁটাই করে দিয়ে তার জায়গায় ৪০ জনকে নিয়োগ করেছেন। এলাহাবাদ, কানপুর

দেহাত, সিদ্ধার্থনগর, জালৌন, আজমগড়, কুশীনগর, রামপুর, মও, বাহারআইচ, বস্তি, আযোধ্যা, গোরক্ষপুর- সর্বত্র ধর্মঘটের প্রভাব পড়েছে। সর্বত্রই প্রশাসন কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দমনমূলক পদক্ষেপ করেছে। শনিবার রাতে এইধরনের পদক্ষেপ বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে।

উত্তর প্রদেশের বিদ্যুৎ কর্মীরা বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণসহ একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন আন্দোলন করছেন। গত ডিসেম্বর মাসে সরকারের সঙ্গে বিদ্যুৎ কর্মী সংগঠনগুলির একটি চুক্তি হয়। অথচ এখন বিদ্যুৎ বণ্টন কর্পোরেশন তা মানতে রাজি নয়। বিদ্যুৎ কর্মীরা এক মাস আগেই ৭২ ঘণ্টা ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছিলেন। সেই সময়সীমা শেষ হবে রবিবার রাতে দশটায়। লক্ষ্যধিক কর্মচারী ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন। বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে রাজ্যজুড়ে। অথচ সরকার কর্মচারীদের সঙ্গে শুনতে আলোচনায় বসেনি। পরিবর্তে গুজরবারি যোগ্যের মন্ত্রী হুমকি দিয়েছিলেন। কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনার পরিবর্তে দমনপীড়নের পথেই যেতে চায় বিজেপি সরকার তাও

● দ্বিতীয় পাতায় দেখুন



● উদয়পুর রাজারবাগ স্ট্যাডে আগুনে পড়ে ছাঁই দোকানঘর।

রাজনগরে নিরীহ মানুষকে রেশন সামগ্রী দিচ্ছে না বিজেপি

বিরামহীন সন্ত্রাস থামছে না মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১৮ মার্চ : সন্ত্রাস বন্ধে প্রচার মাধ্যমের সামনে কড়া বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এখন চুপ। অবিরাম সন্ত্রাস করছে বিভিন্ন এলাকা। শাসক দলের পোষা বাহিনী নির্বিচারে হামলা চালাচ্ছে নিরীহ মানুষের বাড়িঘরে। নষ্ট করছে সম্পত্তি। রেশন সামগ্রী দেয়াও বন্ধ করে দিয়েছে কিছু কিছু এলাকায়। লাগামহীন সন্ত্রাস বন্ধে কোন কার্যকরী ভূমিকাই দেখা যাচ্ছে না মুখ্যমন্ত্রীর কিংবা পুলিশের। মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে আজগুড় মানুষের মধ্যে।

বিলোনীয়া : সিপিআই(এম)-কে ভোট দেওয়ার অপরাধে রাজনগর বিধানসভার বহু মানুষকে রেশন সামগ্রী দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

অভিযোগ, রাজনগর বিধানসভার রাঙ্গামুড়া, ঘোষ খামার এবং রাজনগর এলাকার রেশনসপত্তিতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিজেপির বাইক বাহিনী ঘাঁটি ধাক্কা বসেছে। প্রতিটি রেশনসপত্তির অগ্নিপত্র গ্রাহকদের মধ্যে যারা সিপিআই(এম)-কে ভোট দিয়েছে বলে সন্দেহ করছে সেই ভোক্তাদের

কোন সামগ্রী না দিয়ে নানাভাবে হুমকি, ধমক দিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে দিচ্ছে। শাসক দলের লাগামহীন সন্ত্রাসে বহু গরিব মানুষ ধরবন্দি। রোজগার সিনেমা নাগাদ টাকা নেই। এই অবস্থায় রেশন সামগ্রী আনতে না দেয়ায় অসহায় হয়ে পড়েছেন। প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন ভোক্তারা।

খোয়াই : খোয়াইয়ের সিদ্ধিছড়ায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রমোদ গজেন্দ্র দেবনাথের বাড়িতে হামলা চালাচ্ছে শাসক দলের দুর্বৃত্তরা। নির্বিচারে ভাঙচুর চালায়। ঘটনা শনিবার দুপুরে। এদিন প্রকাশ্য দিবালোকে দুটি গাড়িতে করে গিয়ে আচমকা শাসকদলের দুর্বৃত্তরা হামলা চালায়। ঘরের তেতর ঢুকে সোফা, শো-কেস, টি ভি সেট, গ্যাসের চুইল, বাসনপত্র, খাট, আলনা, চেয়ার টেবিল, ফ্রিজসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র ভেঙে চুরমার করে দেয়। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালেও ভোক্তার ফল ঘোষণার পর বি জে পি দুর্বৃত্তরা একই বাড়িতে হামলা চালায়। মানসিকভাবে নির্যাতনের শিকার পরিবারের লোকজন। শারীরিক ও মানসিকভাবে

বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন গজেন্দ্র দেবনাথ। শয্যাশায়ী অবস্থাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। শনিবার প্রয়াত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের বাড়িতে হামলা চালিয়ে একটি মোবাইল ফোনসহ কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়।

অমরপুর : বিজেপি দুর্বৃত্তরা আক্রমণ করে ছে সিপিআই(এম) অমরপুর মহকুমা কমিটির সদস্য নিতাই সরকারের উপর। গুজরবারি সন্ধ্যা নাগাদ অমরপুর কোর্ট থেকে বাড়ি ফিরছিলেন মুদি দোকান থেকে জিনিসপত্র নিয়ে। বাইসাইকেলে চেপে অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের সামনে দিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। রাস্তার পাশে চাকায় দোকানের সামনে নিতাই সরকারের উপর হামলা পড়ে দুর্বৃত্তরা। তাকে টেনে হিঁচড়ে মাসের আঙুর ঘরে নিয়ে বেদম মারধর করে। মারতে মারতে ঘর থেকে শাঙ্কু মেঝে রক্তটি ডোবার ফেলে দেয়। কোনো এক প্রাণে বেঁচে বাড়িতে ফেরেন তিনি।

উদয়পুর : উদয়পুর মহকুমা

● দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

মন্তব্য জয়শংকরের লাদাখের পরিস্থিতি ভঙ্গুর, বিপজ্জনক

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : লাদাখে ভারত-চীন সীমান্তে পরিস্থিতিতে 'ভঙ্গুর ও বিপজ্জনক' বলে অভিহিত করলেন বিশেষমন্ত্রী এস জয়শংকর। একটি সংবাদমাধ্যমের অনুষ্ঠানে জয়শংকর বলেছেন, কিছু এলাকায় দু'দেশের সেনারাই খুব কাছাকাছি রয়েছে। সেই কারণেই সামরিক মূল্যায়নের দিক থেকে পরিস্থিতি বিপজ্জনক।

লাদাখে ২০২০-র মে মাসে দু'দেশের সেনাদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। তারপর থেকে দক্ষায় বক্ষায় সামরিক ও কূটনৈতিক স্তরে আলোচনা হয়েছে। বেশ কয়েকবার সেনারা পিছনেও সরে গেছে। কিন্তু তারপরও উত্তেজনার ঘটনা ঘটেছে। ভারত ও চীনের সরকারের তরফ থেকে বারবার বলা হয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সীমান্তে কোনও উত্তেজনা হোক, তা দিল্লি বা বেইজিং চায় না।

● দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

পরীক্ষার্থীদের উপর আক্রমণের ঘটনায় গ্রেপ্তার এক দুষ্কৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা ১৮ মার্চ : গুজরবারি অফিসটিলা দ্বাদশের পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মারধর করে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতিরা। এই অভিযোগে শনিবার সন্ধ্যাে বিশালগড় শহরের নেতাজিনগর থেকে পুলিশ শৈবাল চৌধুরী নামে বিজেপি যুব মোর্চার এক নেতাকে গ্রেপ্তার করে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গুজরবারি অফিসটিলা দ্বাদশের পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে বিশালগড় দ্বাদশের পরীক্ষার্থীদের মারধর করে বিজেপি

● দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

সরকারের অসৌজন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১৮ মার্চ : প্রথম বিজেপি জোট সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করাচ্ছে দ্বিতীয় বিজেপি জোট সরকার। সমস্ত সৌজন্য ভর্তুকা বিসর্জন দিয়েছে এই সরকার। শনিবার পানিসাগরে অস্থিরা কুণ্ড বারুণী মেলার উদ্বোধন হয়। বিধায়ক বিনয় তুষাং দাস, বিধায়ক যাদব লাল নাথসহ অনেক বিশিষ্ট মানুষ ওই

● দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থ কোথায়?

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১৮ মার্চ : উন্নয়নে অনীহা সাংসদদেরও। সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলে জনস্বার্থে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছেন লোকসভায় দুই সাংসদ। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য অনুযায়ী ২০২৩ সালের ১৪ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব ত্রিপুরা আসনের সাংসদ অর্থ মঞ্জুরি আনতে পেরেছেন ৭ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে মাত্র ১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার অর্থ মঞ্জুরিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। ২০১৯ সালে থেকে লোকসভায় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে আসা দুই সাংসদের ভূমিকা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে নানা মহলে।

সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলে একজন সাংসদ প্রতি বছর ৫ কোটি টাকা করে পান। রাজ্য সরকারের নানা উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি সাংসদ তহবিলের টাকায় অনুমোদিত নানা প্রকল্পও বিগত দিনে স্বরাষ্ট্রিত করেছে রাজ্যে সার্বিক উন্নয়নকে। প্রকল্পের গাইড লাইন অনুযায়ী যে কোন স্থায়ী সম্পদ তৈরিতে নিজস্ব এলাকায় উন্নয়ন তহবিলের টাকা খরচ করতে পারেন সাংসদরা। বিভিন্ন স্থূল বাড়ি, স্থূলের সীমানা প্রচার, কমিউনিটি হল, পানীয় জলের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাটসহ নানা পরিকাঠামো গড়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের সাংসদরা বিরাট ভূমিকা নিয়েছেন। প্রকল্প অনুযায়ী প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রেও অর্থ খরচ পারেন

সাংসদরা। ২০১৯ সাল থেকে সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকা কোথায়, কোন কাজে ব্যয়িত হচ্ছে, তা নিয়েই খোঁসখা তৈরি হয়েছে জনমনে।

দেশে সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল চালু হয়েছিল ১৯৯৩ সালের ২০ ডিসেম্বর। প্রকল্পে বলা হয়েছিল একজন সাংসদ তার এলাকার জনগণের উন্নয়নের জন্য (কমিউনিটি অ্যাসেস্টে বেসড) নানা কাজের সুপারিশ করবেন। প্রস্তাবিত প্রকল্পের রূপায়ণের জন্য প্রতিটি রাজ্যে থাকবে একটি (নোডাল এজেন্সি)। সাধারণত জেলা শাসকদের মাধ্যমেই রূপায়িত হয়ে আসছে এই প্রকল্প। চালুর বছরে সাংসদ পিছু বছরে বরাদ্দ ছিল ৫ লক্ষ টাকা। ১৯৯৪-৯৫ সালে তা বাড়িয়ে করা হয় ১ কোটি টাকা। ১৯৯৬-৯৯ সালে তহবিলের বরাদ্দ ফের বাড়ানো হয়। ১ কোটি থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ২ কোটি। ২০১১-১২ এক বছর থেকে তহবিলের বরাদ্দ বেড়ে হয় ৫ কোটি টাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কখনও কখনও দেখা গেছে ৫ বছর মেয়াদের মধ্যে একজন সাংসদ তার তহবিলের পুরো বরাদ্দ অর্থাৎ ২৫ কোটি টাকা ব্যয় করে যেতে পারেন না। আলাদাতন্ত্রিক জটিলতায় আটকে যায় সময়ে আর্থিক অনুমোদন। কোন কোন ক্ষেত্রে মঞ্জুরি পেতেও একজন সাংসদের মেয়াদ পেরিয়ে যায়। এ কারণে পূর্ব ত্রিপুরা আসনের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সাংসদের প্রস্তাবিত বহু কাজের অনুমোদন এখনও বাকি রয়েছে বলে সূত্রের খবর।

ধাপে ধাপে সে প্রকল্পগুলি অনুমোদিত হয়ে আসছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য দেখা যাচ্ছে পূর্ব ত্রিপুরা আসনের বর্তমান বি জে পি সাংসদ বেবতী মোহন ত্রিপুরার সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলে অনুমোদিত হয়েছে ২৪ কোটি ৫০ লক্ষ (আগেকার বকেয়াসহ) টাকা। এর মধ্যে এখনও মঞ্জুর হয়নি ১৬ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রায় ৪ বছরে মাত্র ৭ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা আনতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। অন্যদিকে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা তহবিলে অনুমোদিত হয়েছে ৫ কোটি টাকা। এখনও মঞ্জুরি বাকি ৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মাত্র ১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা জনস্বার্থে আদায় করতে পেরেছেন তিনি।

সেখানেই উঠছে প্রশ্ন। কেন রাজ্যের জনগণের উন্নয়নে টাকা আনতে ব্যর্থ হচ্ছেন বি জে পি' দুই সাংসদ। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যই বলছে, ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট বসিয়ে জমা করতে না পারার কারণেও অর্থ অনুমোদন করা সম্ভব হচ্ছে না।

অনেক ক্ষেত্রে কাজের মাসিক অগ্রগতির রিপোর্ট (এম পি আর) নিদিষ্ট ওয়েবসাইটে দেয়া হচ্ছে না। এদিকে সাধারণ মানুষ বলছেন, এতে করে ক্ষতি হচ্ছে রাজ্যের। তহবিলের টাকা সঠিক ভাবে কাজ লাগিয়ে বহু উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়িত করতে পারতেন সাংসদরা। যেমনটা করে দেখিয়ে গেছেন বামফ্রন্ট সাংসদরা।

ট্যাক্স কমিশনারকে জরিমানা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১৮ মার্চ : ট্যাক্স কমিশনারকে তার স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপের জন্য উচ্চ আদালত ভর্তনাসহ করেছে। একই সাথে কমিশনারের বেতন থেকে ২০২১ সালের টাকা কেটে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। গত ১৪ মার্চ হাইকোর্টে ভারপ্রাপ্ত মুখ্য বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড় এবং বিচারপতি অরিন্দম সোমের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মেধা টেকনিক্যাল নামের একটি সংস্থা ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে মামলা করে গত ২০২১ সনের মাঝামাঝি। মামলার বিষয়বস্তু ছিল যে তারা গত ২০১৫-১৬ / ২০১৬-১৭ এবং ১৭-১৮ সনের ভাট্টা সংক্রান্ত অর্থ অগ্রিম প্রদান করে। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় যে উক্ত অগ্রিম অর্থের মধ্যে প্রায় ৩০,২৫,০০১/- টাকা বাদী পক্ষ ফেরত পাবে যা তারা অগ্রিম দিয়েছিল। বাদীপক্ষ টাকা ফেরত চাইলে কমিশনার নিজের ক্ষমতাবলে পুনরায় নোটিশ করে বাদীপক্ষকে। বাদীপক্ষের তরফে বলা হয়, যে ক্ষমতা প্রদর্শন ট্যাক্স কমিশনার করেছেন তা তার এক্সায়ের বাইরে।

গত ১৪ মার্চ মাননীয় কার্যনির্বাহী প্রধান বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড় ও বিচারপতি অরিন্দম সোম এর বেঞ্চ শুনানি শেষে তাদের রায়ের ১৩নং অর্ডারে ডেকে বসেছে। প্রতিটি রেশনসপত্তির অগ্নিপত্র গ্রাহকদের মধ্যে যারা সিপিআই(এম)-কে ভোট দিয়েছে বলে সন্দেহ করছে সেই ভোক্তাদের

● দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

নিগমের বকেয়ার জন্য বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১৮ মার্চ : দিন আনি,দিন খাই অবস্থা বিদ্যুৎ নিগমের। যেকোনো সময় মুখ খুবড়ে পড়তে পারে পরিষেবা। বকেয়া মিটিয়ে না দিলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করবে দেওয়ার নোটিশ ধরালো ওটিপিসি। এই অবস্থায় সক্ষিত টাকা ভেঙে কিছু বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি বিদ্যুৎ নিগম। জরুরি ভিত্তিতে বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে প্রশাসনে। বিজেপি জোট সরকারের গত পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ নিগমকে লাটে তুলে দেওয়া হয়েছে। ২০১৮ সালের আগে বিদ্যুৎ নিগমকে শুল্ক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ফিস্ফাড ডিপোজিট ছিল বিদ্যুৎ নিগমের। এখন উল্টো দেনার দায়ে ডুবে গেছে বিদ্যুৎ নিগম।

বিদ্যুৎ কোয়ার কোটি কোটি টাকা বকেয়া। বকেয়া রয়েছে গ্যাসের দান। বন্ধ হয়ে আছের সরবরাহ মোরামতের কাজও। দেনার দায়ে ডুবে থাকা বিদ্যুৎ নিগমকে কড়া চিঠি ধরালো ওটি পিসি। জানা গেছে, তিন দিনের মধ্যে বকেয়া মিটিয়ে না হলে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে না। এই অবস্থায় অবশিষ্ট ছিটেফোঁটা যা সম্ভব আছে সেটা দিয়ে কিছু বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ নিগম সূত্রে খবর শ্বণের দায়ে হিমশিম খাচ্ছেন বিদ্যুৎ নিগমের শীর্ষ কর্তারা। সরকারের ভূমিকা নিয়ে বাড়ছে ক্ষোভ।

● দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

‘মন কী বাত’-এর সেই গৌতম দাস এখন কেমন আছেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১৮ মার্চ : খসে পড়ছে মাটির দেওয়াল। ছাউনির টিনও উঠে উঠে আসছে। বাড়ি তুফান এলে যেকোনো সময় উড়ে যেতে পারে ছাউনি। এতেই এখন কোনারকমে দিনগুজরান করছেন প্রধানমন্ত্রীর মন কী বাতের সেই গৌতম দাস। হযরতো গৌতম দাসকে আমরা তিন বছরে ভুলে গেছি। এই গৌতম দাস হলেন সেই চৈলোওয়ালা। যিনি ২০২০-২১ সালে কোভিড অতিমারিতে নিজে টিকমতো খেতে না পারলেও খাবার জুগিয়ে ছিলেন অনায়েদে। ভরা কোভিডে সাধুটিলা চৌমুহনিত নিজে চৌলো নিয়ে গরিব মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিয়েছিলেন খাবার। দুই ধাপে সে সময় তিনি ২৬০ জনকে খাবার দিয়েছিলেন বলে নিজেই জানান। তখনই প্রধানমন্ত্রী মোদ্রে মোদি ভূমিকা নিয়ে বাড়ছে ক্ষোভ।

নিয়েছিলেন। তার প্রশংসা করে তাকে উদাহরণ হিসেবও খাড়া করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর মুহুর্তেই সংবাদ শিরোনামে উঠে আসেন গৌতম দাস। রাস্তারতি তিনি হয়ে উঠেন সেলিব্রেটি। তার বাড়িতে লাইন পড়ায় কী এই পিদের। মন্ত্রী-বিধায়ক ও-নেতারা একের পর এক প্রতিশ্রুতির বন্যায় ভাসিয়ে দেন তাকে।

সেই 'সেলিব্রেটি' গৌতম দাস এখন কেমন আছেন — তার খোঁজ নিয়ে গিয়ে আঁতকে উঠার মতো অবস্থা। এখন তার দু'ন আঁতকে পাশা ফুরোয়। কেউই আর খোঁজ করে না। সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের দেখে মনের একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। বলতে থাকেন তার রোমহর্ষক বেনোদায়ক কাহিনি। তিনি বলে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী যখন মন কী বাত অনুষ্ঠানে আমার নাম নিয়েছিলেন সভ্যকার



অর্থেই আমি গর্বিত হয়েছিলাম। কিন্তু তারপরই আমার জীবনে নেমে আসে একের পর এক বিবাদ। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আমাকে ডেকে বলেছিলেন বড় ছেলেকে টি এস আর'র চাকরি দেবেন। এখনও হয়নি।

আরও বলেছিলেন দ্বিতল বাড়ি করে দেবেন। তাও হয়নি। তারপর একদিন আমাকে কৃষ্ণনগর পাট অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। বলা হয় তিনটি চেক আসবে। আজ পর্যন্ত কোন চেক আসেনি। সেই পাট অফিস থেকে এখন একজন বলেন আমার অ্যাকাউন্টে প্রধানমন্ত্রী অনুদান হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা করে ঢুকবে। আজ পর্যন্ত পাঁচ পরসসও ঢুকেনি। তারপর তিনি তার ভাড়া ঘর দেখিয়ে বলেন, এই ঘরেই এখন ছোট ছেলেকে নিয়ে কোনারকমে দিনগুজরান করি। বড় ছেলে তার স্ত্রীকে নিয়ে অন্যত্র থাকে। আমার স্ত্রী ১১ বছর আগে প্রয়াত হয়েছেন। কোভিড সময়ে যে চৌলটি আমাকে সহায়তা করেছিল আমার সেই কুজি রোজগারের সম্বল চৌলটিও বেশ কিছুদিন আগে শহরের ওরিয়েন্ট চৌমুহন থেকে চুরি হয়ে গেছে। পুলিশকে জানিয়েও কোন

সহায়তা মেলেনি। উল্টো পুলিশ বলেছে সমিতিতে জানানো। এখন যখন যেমন কাজ পাই তা করে জীবিকা নির্বাহ করি। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার কাছেও গিয়েছিলাম কিন্তু কিছু হয়নি। চোখের কামে জমানো খেতে মুছতে বলছিলেন, সেদিন ঘরের ছাউনি দিতে তিন কোনার জমা জমানো সাত হাজার টাকা খরচ করে সামান্য সহায়তা নিয়ে মানুষের পাশে পাশে পড়িয়েছিলাম। এখন আমার বয়স ৩৩। যদি বেঁচে থাকি এবং সেদিনকার মতো পরিষ্কৃতি তৈরি হয় তখনও মানুষের পাশে থাকবো বলে দৃঢ়তার সাথে জানানো গৌতম দাস। তার স্পষ্ট বক্তব্য কেউ তার পাশে থাকুক আর না থাকুক তিনি মানুষের পাশে থাকবেন। প্রয়োজনে দুবেলা দুটি রুটি খাওয়ার পরিবর্তে একটি নিজে খাবেন। অন্যটি খাওয়ানেনে অসহায় মানুষকে।

আর্জেন্ট
হায়দ্রাবাদে রেস্টোরাঁর
<div>জন্য অভিজ্ঞ Manager, Weater, Chef, Chinis, Indian, South Indian, Tandoor</div>
প্রয়োজন। আকর্ষণীয়
বেতন + থাকা + খাওয়া।
যোগাযোগ - 8017399587 / 9849646709

যাওয়ার সম্ভাবনা

- প্রথম পাতার পর*

এদিকে ডলারের সংকটের জেরে বাংলাদেশ থেকে নিয়মিত বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে জানা গেছে। প্রতিমাসে গড়ে বাংলাদেশ থেকে ৬০ কোটি টাকার বেশি আসে বিদ্যুৎ এর দাম। সেটাও নিয়মিত না আসায় বাড়িতে সংকট দেখা দিয়েছে বলে বিদ্যুৎ দপ্তরের এক আধিকারিক জানানেন। তার বক্তব্য অনুযায়ী দেনার দায়ে হিমশিম খাচ্ছে নিগম। দিন আনি দিন খাই অবস্থা চলছে। আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যেকোনো সময় মুখ খুবড়ে পরতে পারে বিদ্যুৎ পরিষেবার। এদিকে ঝড়-বুড়ির আগে মোরামতির যে কাজ করা হতো টাকার সমস্যায় সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বলে জানা গেছে।

জরিমানা হাইকোর্টের

- প্রথম পাতার পর*

যেন কোনভাবেই সরকারের অবহেলাস্বরূপ কাজে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। সরকারি আধিকারিকদের আরও বেশি বাধ্যব ও তৎপরহওয়া জরুরি বলেও কোর্ট মন্তব্য করে। সাথে রিভিশনাল অধরিটি হিসাবে ট্যাক্স কমিশনারকে পশ্চি হাজার টাক ধার্য করে এবং জরিমানার এই টাক প্রিপুরা হাইকোর্টে বার অ্যাসোসিয়েশনকে ১ মাসের মধ্যে দিতে বলে।

ঘোষা চেকনিষ্কাশন কেম্পানির পক্ষে মামলা লড়েন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রখ্যাত কক বিশেষজ্ঞ আইনজীবী ডা. অশোক কুমার শরার্ষ। সহযোগিতা করেন রাজ্যের আইনজীবী কৌশিক রায়।

ফিরল লং মার্চ

- প্রথম পাতার পর*

যাওয়ার অনুরণন শোনা গেল আগ্না বোতিনা মোরোর কথাতেও। বলছেন, ‘৫ তারিখ লক্ষ লক্ষ কৃষক-শ্রমিক দিল্লিতে জমায়েত হবে। আমরা যেমন মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকারকে মাথা নত করতে বাধ্য করেছি, দিল্লিতে একই পরিণাম হবে মোদি সরকারের।’

অসৌজন্য

- প্রথম পাতার পর*

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত। কিন্তু বাদ যুবরাজ নগরের বিধায়ক শৈলেন্দ্র নাথ। তিনি বিরোধী দলের নির্বাচিত বিধায়ক। এজন্যই কি এই আচরণ? ধর্মনিগরের মানুষ এধরনের সরকারি অসৌজন্যমূলক আচরণের জন্য বিস্মিত ও আহত হয়েছেন।

দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীর

অকাল মৃত্যু: শোক বিলোনীয়াজুড়ে



নিজস্ব প্রতিনিধি। বিলোনীয়া ১৮ মার্চ: উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা সম্পূর্ণ করা হলো না বিলোনীয়া সরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী মনীষা সাহার। চোখের জলে অস্তিম বিদায় নিল মনীষা। বিলোনীয়া ত্রিপুরা বাজার এলাকার বস্ট সাহার বড়ো মেয়ে মনীষা। ছোট মেয়ে লিপিকা সাহা বিলোনীয়া সরকারি ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। মনীষা এবছর সিবিএসসি বোর্ডের দ্বাদশের পরীক্ষার্থী। গুজবার ইকোনোমিক্স পরীক্ষা চলাকালীন সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে মনীষা। প্রাথমিক চিকিৎসার পর শারীরিক অসুবিধাকে তুচ্ছ করে পরীক্ষা সম্পূর্ণ করে বাড়ি ফিরে আসে। বাড়ি ফিরে আসতে পুনরায় শারীরিক অসুস্থতা বোধ করায় বাবা বস্ট সাহা তার মেয়েকে নিয়ে বিলোনীয়া হাসপাতালে ছুটে যান।

বিলোনীয়া হাসপাতালে চিকিৎসার পর বাড়ি নিয়ে গিয়ে তাকে একটি স্যালাইন দেয়। স্যালাইন চলাকালীন সময় পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়ে মনীষা সাহা। তাকে তৎক্ষণাৎ বিলোনীয়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক মনীষা সাহাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। সাতাহেকীয়া সরকারি ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ বিদ্যালয়ের ছাত্রীর অকাল প্রয়াণে স্তম্ভিত গোটা স্কুলসহ বিলোনীয়া। স্কুল ছাত্রীর অকাল প্রয়াণে শোক সর্বত্র।



▮ লক্ষ্ণৌতে বিদ্যুৎ কর্মীদের বিক্ষোভ।

সরকারকে হুঁশিয়ারি

- প্রথম পাতার পর*

স্পষ্ট হয়ে যায়। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ বৈঠক করেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী এ কে শর্মার সঙ্গে। কয়েক জন শীর্ষ অধিকারিক সেই বৈঠকে ছিলেন বলে জানা গেছে। বৈঠকে আদিত্যনাথ নির্দেশ দেন, আন্দোলনরত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করার জন্য।

এরপরেই বিদ্যুৎ মন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠক করে বলেছেন, ২৪ ঘণ্টায় ১৩৩২ চুক্তি শ্রমিককে ছুঁটিাই করা হয়েছে। দরকার পড়লে হাজার হাজার কর্মচারীকে চাকরি থেকে ছুঁটিাই করা হবে। মন্ত্রী অভিযোগ করেন কর্মচারীরা বিভিন্ন জায়গায় ভাঙচুর করেছে। সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করলে কারোকে ছাড়া হবে না। আন্দোলনের নেতা এমন ২২ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে এসমার আওতায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তাদের জেলে পাঠানো হবে বলেও মন্ত্রী ঘুমকি দিয়েছেন। উত্তর প্রদেশ সরকার এলাহাবাদ হাইকোর্টে বিদ্যুৎ কর্মচারী আন্দোলনের নেতা শৈলেন্দ্র দুবে সহ অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট

সোমবার তাঁদের তলব করেছে।

লক্ষ্ণৌসহ বিভিন্ন জেলায় বিদ্যুৎ বিভাগের অফিসে পিএসি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। মন্ত্রীর অভিযোগের পালাটা বিদ্যুৎ কর্মীরা বলেছেন, ইতিহাসে প্রথমবার এমন ঘটনা ঘটছে যে মন্ত্রীর সঙ্গে হওয়া সমঝোতা বিদ্যুৎ বিভাগের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মানতে অস্বীকার করছেন। বিদ্যুৎ কর্মচারী সংযুক্ত সংঘর্ষ সমিতির আহ্বায়ক শৈলেন্দ্র দুবে বলেছেন, বিদ্যুৎ কর্মচারীরা কোথাও হিংসা, ভাঙচুর করেনি। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। বিদ্যুৎ বিভাগ আমাদের মায়ের মতো। মন্ত্রী কোনও অনুসন্ধান না করেই এইসব অভিযোগ কেবর দিচ্ছেন। বিদ্যুৎ কর্মচারী সংযুক্ত বলেছেন, একটার পর একটা ইউনিট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আউটসোর্সিং এসমার আওতায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তাদের বরখাস্ত করেছে। নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই কর্মচারীরা কাজ করেন বিদ্যুৎ বিভাগে। আন্দোলনকারী বিদ্যুৎ কর্মীদের সংযুক্ত মোচার্চ তরফ থেকে জানানো হয়েছে আমরা কোথাও পালাচ্ছি না।

সার্বত্রে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

বিয়ের জন্য এবার থেকে আগাম অনুমতি লাগবে

নিজস্ব প্রতিনিধি। আগরতলা, ১৮ মার্চ : বিয়ের জন্য লাগবে সরকারি অনুমতি। ছেলে মেয়ের বয়সের প্রমাণপত্র দিয়ে আবেদন করতে হবে অনুমতি। সরকারি অনুমতি নিতেই করতে হবে বিয়ের আয়োজন। শনিবার এমন সম্ভাবনার কথা সাক্ষ্যে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা। এদিন সাক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব, সুস্থ বৈশ্যের অভিযানের চতুর্থ পর্বের সূচনা করেন তিনি। বাল্যবিবাহ আটকানোর জন্য কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। বিবাহের জন্য সরকারের তরফে অনুমতি নেওয়ার বিধান চালু করার সম্ভাবনার কথাও জানালেন। তিনি বলেন, মানুষের শরীর ও মন সুস্থ না থাকলে সমাজকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী বাল্য বিবাহ ও কৈশোরকালীন গর্ভাবস্থা রোয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বালিকা মঞ্চের সক্রিয় ভূমিকার প্রশংসা করেন। সাক্ষ্যের দক্ষিণী টাউনহলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর ও সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী কয়েকজন ছাত্রীকে কৃনিদাশক ওষুধ খাওয়ান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে কয়েকজন ছাত্রীকে টিকাও দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে অমান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাক্ষ্য নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান রমা পোদ্দার দে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব ড. দেবাশিস বসু, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অ্যাডমিনাল সেক্রেটারি শুভাশিস দাস, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. শুভাশিস দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় জেলাশাসক ও সমাহর্তে সাজু ওয়াহিদ এ, দক্ষিণ জেলার এসপি কুলবস্ত সিং, দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক ডা. সুরত দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ শিশুদের নিয়মিত টিকাকরণ নিয়ে প্রচার পুস্তিকার আরণ উন্মোচন করেন। এদিন সারম্ম সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেশর ডা. মানিক সাহা সারম্ম নগর পঞ্চায়েতের কনফারেন্স হলে জেলা ও মহকুমাস্তরের অধিকারিকদের সাথে এক পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হন।

আদালতে ইমরানের হাজিরার আগেই তুমুল সংঘর্ষ

ইসলামাবাদ। ১৮ মার্চ: পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের আদালতে হাজিরার আগেই জনতা ও পুলিশের সংঘর্ষে অগ্নিগর্ভ গোটা অঞ্চল। সরকারি সম্পত্তির বেআইনি বিক্রি মামলায় শনিবার ইসলামাবাদের আদালতে উপস্থিত হওয়ার কথা ছিল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)’র শীর্ষ নেতার। কিন্তু তার আগেই পিটিআই সমর্থকরা পুলিশকে লক্ষ্য করে টিল ছুঁড়তে থাকে। জালিয়ে দেয় পুলিশের ফাঁড়ি। এদিন ইসলামাবাদের সাংবাদিকদের এই কথা জানান, পুলিশ প্রধান আকবর নিসার নান। তিনি আদাে বসলে, সংঘর্ষের সময় আদালতের থেকে মাত্র পাঁচ মিনিট পথের দূরত্বে গাড়িতে ছিলেন ইমরান। এর আগে লাহোর থেকে আদালতে মামলার শুনানির সময় হাজিরা দিতে ইসলামাবাদে সমর্থকদের সঙ্গে আসেন বিশ্বকাপ জয়ী পাকিস্তান ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ইমরান। যদিও তিনি আদালতে ঢুকতে পারেননি। গাড়িতে বসেই ইমরান আদালতে হাজিরার কাগজে সই করেন। আইনজীবীদের পরামর্শে বিচারপতি দুইটি মামলায় অভিযুক্ত ঘোষণা না করেই তাকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেন।

পথে কালার কাহারের কাছে তার কনভয়ে থাকা ওটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনায় অবশ্য কারো হতাহত হওয়ার খবর নেই। প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার লাহোর আদালতে শুনীতিত মামলার শুনানিতে হাজির থাকেন তিনি। সেই সময় বিচারপতিকে দলীয়রাও ইসলামাবাদের আদালতে উপস্থিত হবেন বলেই আশঙ্ক করেছিলেন ইমরান।

অন্যদিকে ইমরান লাহোরের বাড়ি ছেড়ে ইসলামাবাদ রওয়ানা দিলে পুলিশের বিশাল বাহিনী অভিযান চালায়। এই সময় ইমরানের বাড়ির সামনে সমর্থকদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনী ও পুলিশের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হন। পুলিশ কর্মীরা ইমরানের বাড়ি থেকে বেশ কয়েকজন সমর্থককে গ্রেপ্তার করেন।

১২৬ দিন পর দেশে আক্রান্ত ৮০০’র বেশি

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ :করোনা সংক্রমণ নতুন করে বাড়তে শুরু করেছে দেশে। সরকারি হিসাবে, ১২৬ দিন পর শুক্রবার দেশজুড়ে ৮০০’র বেশি আক্রান্ত হয়েছেন কোভিডে। এখন দেশে ৫হাজার ৩৮৯ জন চিকিৎসাধীন। শনিবার সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ৮৪৩ জন আক্রান্ত হয়েছেন। বায়খণ্ড এবং মহারাষ্ট্রে একজন করে প্রাণও হারিয়েছেন। এখন মোট সংক্রমণের ০.০১ শতাংশ ‘অ্যাক্টিভ’ বা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মৃত্যু হার ১.১৬-১.৯ শতাংশ। এদিকে, কোভিডের নতুন প্রকরণ এপ্রিলি ১, ১৬-এ ৭৫ জন আক্রান্ত হয়েছেন দেশে। কর্ণাটক (৩০), মহারাষ্ট্র (২৯), পুদুচেরি (৭), দিল্লি (৫), তেলঙ্গানা (২), ওজরাট (১), হিমাচলপ্রদেশ (১) এবং ওড়িশায় এই প্রকরণের খোঁজ মিলেছে।



▮ লক্ষ্ণৌতে বিদ্যুৎ কর্মীদের বিক্ষোভ।

সরকারকে হুঁশিয়ারি

সরকার আমাদের গ্রেপ্তার করুক।

এদিকে জেলায় জেলায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় বিজেপি মানুষকে খেপিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরে কর্মীদের উপরে হামলা করার উসকানি দিচ্ছে। লক্ষ্ণৌয়ে শুক্রবার রাতেই হামলার চেষ্টা হয়। এলাহাবাদ, সিদ্ধার্থনগর প্রভৃতি জায়গায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করে ‘জনতা’। সিআইটিইড উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক প্রেমনাথ রাই অভিযোগ করেছেন, সরকারের লোকেরাই বিদ্যুৎ দপ্তরে হামলা চালিয়ে কর্মীদের ঘাড়ে দায় চাপাতে চাইছে। মানুষের মধ্যে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে আন্দোলনরত বিদ্যুৎ কর্মীদের বিরুদ্ধে মানুষকে নামাতে চাইছে। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের ফলে মানুষকে বিপুল হারে বিদ্যুৎ বিল দিতে হবে, কর্মচারীরা তার বিরুদ্ধেই আন্দোলন করছে। উত্তর প্রদেশে বিদ্যুৎ কর্মচারীদের আন্দোলনে বিজেপি সরকারের দমনপীড়নের কৃষকভার দাবি নিয়ে সরকার সমহত পোষণ করে। এছাড়া কৃষি বিমা বয়স হয়ে যাওয়া কৃষকদের পেনশন বৃদ্ধি ও স্কিম ওয়ার্কারদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিও রয়েছে। শনিবার মহারাষ্ট্র বিধানসভায় সমস্ত দাবি মেনে নেয়ার ঘোষণা হবার পর লং মার্চের পর গণঅবস্থান স্থগিত রাখা হয়। তবে আন্দোলন প্রতাহার করা হয়নি।

একরাতের বৃষ্টিতে

কর্ণাটকে ডুবে গেল সাড়ে ৮ হাজার কোটির সড়ক

বেঙ্গালুরু। ১৮ মার্চ : মাত্র ছয় দিন আগেই ধুমধাম করে কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু-হাইসুরু হাইওয়ে উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মাত্র এক রাতের বৃষ্টিতেই ডুবে গেল সেই ঝাঁ চকচক এক্সপ্রেসওয়ে। এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ নিত্যযাত্রীরা। প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তারা।

বেঙ্গালুরুর পার্শ্ববর্তী রামানগর জেলায় ৮ হাজার ৪৮০ কোটি টাকার বিনিয়মে ১০ লেনের ওই হাইওয়েটি তৈরি করা হয়েছে। রবিবার (১২ মার্চ) ১১৮ কিমি দীর্ঘ এই এক্সপ্রেসওয়েটি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। শুক্রবার রাতের ভাৱী বৃষ্টির কারণে জলমগ্ন হয়ে পড়ে রাস্তাটি। যার ফলে এলাকায় দীর্ঘ সময় ধরে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় এবং একাধিক বাম্পার-টু-বাম্পার দুর্ঘটনা ঘটে।

এক্সপ্রেসওয়েটি উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত ছিল কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নিত্যযাত্রীরা। তাদের দাবি, সামনেই ভোট, তাই জনগণের মন জয় করতে পুরোপুরি তৈরি হওয়ার আগেই রিজটি উদ্বোধন করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

বিকাস নামের এক নিত্যযাত্রী সবদামাধ্যমের সামনে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ‘আমার মারুতি সুইফ গাড়িটি জলমগ্ন রিজ অর্ধেক ডুবে গিয়েছিল। এটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পেছন থেকে আসা একটি লরি আমার গাড়িতে ধাক্কা দেয়। এর জন্য দায়ী কে? আমি মুখ্যমন্ত্রী বোম্বাইকে অনুরোধ করছি আমার গাড়িটি সারিয়ে দেওয়ার জন্য। প্রধানমন্ত্রী মোদি হাইওয়েটি উদ্বোধন করেছেন, তিনি কি সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের কাছে আগে জানতে চেয়েছিলেন রাস্তাটি উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত কিনা?’

আর এক দুর্দশাগ্রস্ত যাত্রী নাগারাজ বলেন, “আভাররিজে জল জমে যাওয়ার পরপরই একাধিক দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথমটি আমার গাড়ির সাথে হয়... এবং তারপরে সাত থেকে আটটি গাড়ির সাথে বাম্পার-টু-বাম্পার দুর্ঘটনা ঘটে (একটি গাড়ির পিছনে আর একটি গাড়ি এসে ধাক্কা দেওয়া)। জল বেরিয়ে যাওয়ার কোনও জায়গা নেই। এখন যদি খবর আসতো যে প্রধানমন্ত্রী আসছেন এখানে, তাহলে ১০ মিনিটের মধ্যে এই জল বের করে দিত প্রশাসন। আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন না যে সাধারণ মানুষের কষ্ট হচ্ছে? এর জন্য দায়ী কে?’

ভঙ্গুর, বিপজ্জনক

- প্রথম পাতার পর*

জয়শংকরের শনিবারের মন্তব্য অবশ্য একটু অন্য সুরের। জয়শংকর এদিন বলেন, ২০২০-র সেপ্টেম্বরে দু’দেশের বিদেশমন্ত্রীরা দ্বীতিগত সমঝোতায় পৌঁছেছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তা মান্য করা না হচ্ছে ভারত-চীন সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে পারে না। জয়শংকরের অভিযোগ, যে সমঝোতা হয়েছিল চীনকে তা রূপায়ণ করতে হবে। কিন্তু তারা এখনও তা করে উঠতে পারেনি। বেশ কয়েকটি বিষয়ে এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। তিনি বলেন, আমরা চীনকে জানিয়ে দিয়েছি সীমান্তে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজ্জিত হবে অথচ অন্য সব সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে চলবে, যেন কিছুই ঘটেনি, তা চলতে পারে না। চীনের নতুন বিদেশমন্ত্রী কিন গাঙের সঙ্গে তার এই বিষয়ে আলোচনাও হয়েছে বলে জয়শংকর জানিয়েছেন।

ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

- প্রথম পাতার পর*

সমানতালে চলছে সন্ত্রাস। শুক্রবার রাতে মহকুমার গঙ্গাছড়া এলাকায় আটজনের বাড়িতে হামলা চালায় শাসক দলের দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার রাত দশটা থেকে বারটা পর্যন্ত গঙ্গাছড়া এলাকার সুদেব দাস, স্বপন সেন, বলরাম সেন, পরিমল দাস, জীবন কর্মকার, হারাদান কর্মকার, উত্তম কর্মকার, নিখিল কর্মকারের বাড়িতে হামলা চালায়। স্বপন সেন ও পরিমল দাসের বাড়ির ঠাকুরঘর, গরুর ঘর, জলের পাইপ লাইন ইত্যাদি দা দিয়ে কুপিয়ে নষ্ট করে দেয়। অন্যান্য বাড়ি ঘরের বাড়িভারি বেড়া ইত্যাদি ভাঙচুর করে। উষয়পুর শহরের মধ্য অঞ্চল এলাকায় বাদল দাসের বাড়িও ভাঙচুর করে।

গ্রেপ্তার এক দুষ্কৃতী

- প্রথম পাতার পর*

আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। ২৫/৩০ জন ছাত্র আহত হয়। পরে ছাত্ররা বিশালগড় থানা ঘেরাও এবং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। ছাত্ররা বেশ কয়েকজনের নাম ধাম দিয়ে থানায় মামলা দায়ের করে। যুব মোচার্চ কয়েকজন নেতা ধমক দিয়ে ছাত্রদের রাস্তা অবরোধ থেকে তুলে দেয়। পুলিশ প্রতিক্রিয়া দেয় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সব আসামি গ্রেপ্তার করবে। শনিবার সকালে বিশালগড় নেতাজিগণর থেকে শেবাল চৌধুরী নামে এক যুব মোচার্চর নেতাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ তাদের দায়িত্ব খালিস করেছে। বাকিদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। অতিভাবকরা চান দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করুক পুলিশ। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে শান্তিতে পরীক্ষা দিতে পারে তার ব্যবস্থা করার দাবি জানান।

পুলিশ প্রতিক্রিয়া দেয় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সব আসামি গ্রেপ্তার করবে। শনিবার সকালে বিশালগড় নেতাজিগণর থেকে শেবাল চৌধুরী নামে এক যুব মোচার্চর নেতাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ তাদের দায়িত্ব খালিস করেছে। বাকিদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। অতিভাবকরা চান দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করুক পুলিশ। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে শান্তিতে পরীক্ষা দিতে পারে তার ব্যবস্থা করার দাবি জানান।

Press Notice inviting e-Tender No : 66/NIT/EE/PWD/AMP/2022-23, Date : 15-03-2023
Memo No. F.TC-I(P- I)/EE/PWD/AMP/ 19850-19918, Dated : 15-03-2023
Cost of Tender form : Rs. 1,000.00/- (Rupees One Thousand) only.
Last date and time for document downloading and bidding : 05-04-2023 upto 15.00 hrs.
Time and date for opening of bid : 05-04-2023 at 16 : 00 hrs. (if possible)

Sl. No.	Name of work	Estimated Cost (in Rs.)	Earnest Money (in Rs.)	Time for Completion	Class of Bidder
1.	DNIT NO : 130/DNIEt/R/EE/PWD/AMP/2022-23	24,23,708.00	48,474.00	90 Days	Appropriate Class
2.	DNIT NO : 131/DNIEt/R/EE/PWD/AMP/2022-23	24,25,932.00	48,519.00	90 Days	
3.	DNIT NO : 132/DNIEt/R/EE/PWD/AMP/2022-23	24,23,419.00	48,468.00	90 Days	

Tender can also be seen in the website <https://tripuratenders.gov.in>.
All other necessary information can be seen in the Amarpur Division PWD (R & B) office in office hours.
For and on behalf of Governor of Tripura
Sd/- Illegible
Executive Engineer
Amarpur Division, PWD (R & B)
Amarpur, Gomati Tripura.

ICA-C-4484-23

MEMORANDUM
The Hon'ble Speaker, Tripura Legislative Assembly has been pleased to direct that the following security measures shall be taken for entering into the precincts of the Tripura Legislative Assembly during the ensuing 1 st Session of the 13 th Tripura Legislative Assembly to be commenced on and from 24 th March, 2023 :- <ol style="list-style-type: none">No person or Vehicle other than Rickshaw pulled manually should be allowed to enter into the Assembly Premises without valid pass issued by the Assembly Secretariat. Members of the Tripura Legislative Assembly, Press Representatives and the Members of staff of Tripura Legislative Assembly at the time of entering into the Assembly precincts are to produce their identity card/ valid pass issued by this Secretariat on demand by the Security personnel posted at the gates. Members of the Tripura Legislative Assembly. Press Representative and Members of staff of this Secretariat may enter into the Assembly premises by either Motor Car or any other conveyance with valid pass without any companion. However, no separate pass will be required for the Personal Security Guards of the Hon'ble Members of the Tripura Legislative Assembly for their entry accompanying the Hon'ble Members. No visitors, Govt. Officials, Press Representative and Members of staff shall be allowed to enter into the House of the Assembly with bag/ other objectionable substance/ articles. Use of Mobile Phone is strictly prohibited inside the House. This order shall take with immediate effect from 24th March, 2023.
Sd/- (S. B. Debbarma, TCS SSG) Addl. Secretary Tripura Legislative Assembly
ICA/D/2193/23

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura invites on behalf of the ‘Governor of Tripura’ online percentage / item rate e-tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Bidders / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES / CPWD / Railway / Other State PWD upto 3.00 P.M on 05/04/2023 for the following work :-									
SL NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT	CLASS OF BIDDER	
1.	<i>Supply and Installation of Equipments / Items for Fun / Entertainment Part at 10 Schools under Sepahijala District.</i>	Rs. 12,50,000.00	Rs. 25,000.00	4 (Four) months	Upto 3 PM 05-04-2023	At 06/04/2023 Hrs. on 11 am.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class	
All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.									
ICA-C-4489-23									
Sd/- (Er. S. Debbarma) Executive Engineer Samagra Shiksha, Tripura									

ডেইলি দেশের কথা, আগরতলা, ১৯ মার্চ, ২০২৩. রবিবার, দুই

৬ বছর পর গ্রেপ্তার আসামি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১৮ মার্চ : প্রায় ৬ বছর পর যৌন হেনস্থারঅভিযোগে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। খুন্তের নাম জব্বার আলী। ঘটনাটি ঘটেছিলো ২০১৭ সালে বিলোনীয়া থানা এলাকার বনকর মসজিদ চত্বরে। মাদ্রাসায় শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্বে ছিল জব্বার আলি। শিক্ষাদানের নাম করে কচিকীচো পড়ুয়াদের যৌন নির্দাশন করার অভিযোগ উঠে তার বিরুদ্ধে। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। এরপরই মসজিদ ছেড়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত জব্বার আলি। অবশেষে আসামের নিলামবাজার থানার পুলিশের সহযোগিতায় চোরাহাতি এলাকা থেকে অভিযুক্ত জব্বার আলীকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. : 43/EE/PWD(R&B)/AMB/2022-23 Dt. 15.03.2023				
The Executive Engineer Ambassa Division, PWD (R & B) Ambassa, Dhalai District on behalf of the ‘Governor of Tripura’. invites online percentage rate e-tender in Single bid system from the eligible Central & State Public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Govt. Organization of other State & Central for the following work :-				
SL. NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (in Rs.)	EARNST MONEY (in Rs.)	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIT No. : 47/DNIT/SE-V/AMB/2022-23 (3rd Call)	63,31,536.00	1,26,631.00	120 (One Hundred Twenty) days
<ul style="list-style-type: none">Date of publishing of bid : Date 16-03-2023 Last date and time for document downloading and bidding : Up to 15.00 Hrs. on 06-04-2023 Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs. on 06-04-2023 Document downloading and bidding at application https://tripuratenders.gov.in Class of tenderer, APPROPRIATE class. Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically. For further enquiry, contact to the Office of the undersigned. <p style="text-align: right;">Sd/- (Er. Bhriгу Debbarma) Executive Engineer Ambassa Division, PWD (R&B) Ambassa Dhalai Tripura</p>				
ICA-C-4479-23				

Admission Notification
Regular Mode / Fresher B. Ed. & M. Ed. (Two Year) Programme of IASE, Kunjaban, Agartala for the Session 2023-20



ঐরাবতের ফিসফিসকারী

দীপক ভট্টাচার্য

চলচ্চিত্র শিল্পে মুন্সিয়ানার স্বীকৃতির উদ্ভব ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসারটি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলে চল আসঞ্জেসল শব্দে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কলাকৃতিরদের দৃষ্টি যে আসরে স্বীকৃতি লাভের জন্য প্রসারিত হলে থাকে সেই অস্কার পুরস্কারের পোশাকি নাম হলো অ্যাকাডেমি আওয়ার্ড। মহান চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় যতদিন পর্যন্ত হলিউডের কর্তৃত্ব থাকা এই পুরস্কারটি পাননি ততদিন তাঁর মনে একটি আক্ষেপ ছিল। অ্যাকাডেমি কর্তৃকপুঙ্খ তাঁর মৃত্যুশয্যা এই পুরস্কারটি দিয়ে তাঁর কাজের যেমান স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তারপরদিকে তিনি নিজের পেশা তৃপ্তি পেয়েছিলেন। সব পুরস্কারের হস্তে স্বান দেওয়া এই পুরস্কারের মাধ্যমে পাওয়া স্বীকৃতির মূল্য চলচ্চিত্র দুনিয়ায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘটনাকাল থেকে পরবর্তী সময়ক্রমে আরও কয়েকজন ভারতীয় শিল্পী তাঁদের কলাকৃতির স্বীকৃতিস্বরূপ অস্কার পুরস্কার পেয়েছেন। এই সকল প্রতিভাবানদের মধ্যে রয়েছেন ভাণ্ডা আখিয়া যিনি 'গান্ধি' ছবির পোশাক পরিকল্পনার স্বীকৃতিতে পুরস্কারটি পেয়েছিলেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় হিসেবে সম্মানিত হন। তারপর সত্যজিৎ রায় সিনেমা শিল্পে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মানিত হন। তারপর ভ্রামাভগ মলিওনিয়র ছবির সংগীত পরিচালনার জন্য এ আর রহমান ও শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য রেসুল পুষ্টি মহমুলাবান অস্কার পুরস্কার পেয়েছেন।

ছবিগুলোতে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ভাণ্ডা অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন সেইগুলো সব বিদেশি প্রযোজক কোম্পানির দ্বারা তৈরি ছবি, প্রধানতঃ হলিউড নির্ভর। এবারই প্রথম ভারতীয় একটা আদ্যাপ্ত ছবি বা দেশীয় প্রযোজক, পরিচালক কলাকৃতির ও অভিনেতাদের অংশগ্রহণ এবং ভাষায় তৈরি হয়ে

সর্বশ্রেষ্ঠ ডকুমেন্টারি শর্ট এন্ড তরুমা লাভ করেছে। 'দা এলিফ্যান্ট ইনসপারারস' তথ্যচিত্রে এক আদিবাসী দম্পতি তারা তামিলনাড়ুর মুডুমলাই জঙ্গলে বন বিভাগের দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে অন্যতম স্থানীয় শাবকদের প্রতিপালনের দায়িত্ব দায়ের তাদেরই দরদ ও ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। হস্তি শাবকদের সম্পর্কে এই দুই মানব-মানবীর নিবিড় সম্পর্ক তাদেরই কারণে, করতে পারে তাদের বাস্তব জীবন থেকেও চিত্রিত্রের মতো দেখছি। রঘু ও বস্মি নামের পিতা, মাতা হই দুই হস্তি শাবকের বেড়ে ওঠা, ওদের সঙ্গে তাদের পাগলের মান অভিমান ও ভালোবাসার দৃশ্যগুলো যেকোনো মানব শিশুর বেড়ে ওঠার দৈনন্দিন ঘটনাচক্রের সঙ্গে মিলে যায়। কে বোমোম ও তাঁর স্ত্রী বেল্লী এই ছবির নায়ক। তামিলনাড়ুর মুডুমলাই জঙ্গলে তৈরি হওয়া থেলোকুডু হাতি পূর্ববাসী কেন্দ্রে আসা অন্যান্য হস্তি শাবকদের প্রতিপালনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। বোমোম জানিয়েছেন তাঁর বাবা মাছ ছিলেন। তাঁকুমার মাছ ছিলেন। তিনি নিজেও একজন মাছত। হাতিদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তাই বংশানুক্রমিক। যে কারণে ২০১৭ সালে যখন অসহায় শাবক রঘুর দায়িত্ব ও ২০১৯ সালে বোমিকো তারার হাতে সর্ব প্ৰথম দেওয়া হলো তখন তিনি সামলে তাসের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। এই দম্পতি গভীর মমতা দিয়ে নিজ সন্তানের মতো রঘু ও বোমিকো লালন করতে শুরু করল। বেল্লী জানিয়েছেন এই দুই বাচ্চা হাতি তাদের কন্যা হারামোম দুখ ভুলিয়ে দিতে পেরেছে। একটু বড় হওয়ার পর বন বিভাগের কর্তৃপক্ষ রঘু ও বোমিকোকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। তাদের বিচ্ছেদ উভয়ের মানসিক কষ্টের কারণ হয়েছিল। এর কিছুদিন পর কুটিলে যার মা বিদ্যুত্ৰাণে মারা যায় গেছে, সেখানে তাদের শূন্যতা পূরণ হয়। তারা আবার নতুন করে



কুটির যন্ত্র নেওয়া, তার সঙ্গে খেলে মান-অভিमानে ছবিতে জীবন ভরিয়ে তুলেছে বাস্তব হয়ে পড়লে। এই ছবিতে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের এক গভীর বন্ধনের কথা ধরা পড়েছে। আদোপা গারু ভারতীয় তামিল (গ্রাম্য তামিল, যা শহুরে শিক্ষিত তামিল ভাষীদেরও বোধগম্য নয়) ভাষার এই ছবিটি সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে সম্পূর্ণ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে। কালকুশীদামের কৃতিত্বকে কিছুমাত্র অবমূল্যায়ন না করেও বলা যায় যে এই ছবির মূল আকর্ষণের কারণ হলো মানুষ ও হাতির পারস্পরিক ভালোবাসা ও বোঝা

পড়ার গল্প বিশ্বস্ততার সঙ্গে পরিবেশন করা।

তামিল ভাষায় নির্মিত এই তথ্যচিত্রের পাশাপাশি
লেগেও ছবি আর আর আর এর একটি জমিয়ে গান
নাটু, নাটু পুরস্কৃত হয়েছে। গানটির সুগীত পরিচালক ও
রচয়িতা সম্মানিত হয়েছে। চলচ্চিত্রের মঞ্চ ছবিডল
থেকে সম্মান পাওয়ার যোগ্যতা যে সিনেমা দেখিয়েছে
সেগুলোর একটাও হিন্দি ভাষায় তৈরি হয়নি। পুরস্কৃত
ছবিগুলো ভেরি হয়েছে তথাকথিত আঞ্চলিক ভাষায়।
হিন্দি ছবিতে ভারতীয় ছবির তরঙ্গা দিয়ে অন্য দেশীয়
প্রচলিত ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রকে প্রদর্শনীর মতো

દિલીપ દાસ

জটায়ু

বধ্যভূমে পড়ে আছি আহত জটায়ু।

ভগ্নপক্ষ,
রক্তাক্ত,
স্মৃতি-সম্বল।

আমার চোখের সামনেই লুট হয়ে যায় সব,
আকাশ,
মুক্তিকা,
দিগন্ত,
নদী,
থই-থই শাপলার বিল।

আমার চোখের সামনেই দ্রৌপদী লাঞ্ছনা,
রৌরব হুংকার,
ভগ্ন রথ কর্দম লুপ্তি।

আমাকেই দোষী করে সুচতুর জয়দ্রথ,
ভণ্ড, চতুর,
তীব্র প্রতারক।

বাপসা চোখে দেখি,
 তক্ষরের জন্যই যত পুরস্কার,
 আমার জন্য থাকে শুধু যত তিরস্কার।
 হায়, ছিন্ন নগ্ন মুমূর্ষু স্বকাল,
 হায়, তীব্র বিবমিষা,
 আমার চারদিকে কিলবিল করে বাড়ে
 কঙ্কর সংসার।

(এক অঙ্ককার থেকে আরেক অঙ্ককারের ভিতর)

হায়েনা

হায়েনার হাসি যারা এখনও দেখেননি
তাদের জন্য এবার সুবর্ণ সুযোগ।
বিনে পয়সায় নয়, টিকিট কেটেও নয়,
নিছক জীবন বন্ধক রেখে দেখতে পাবেন —
অমাবস্যার হাসি। দস্তের উদ্ভাত উত্থান।
রাভের আলতো অঙ্ককারে
দেখতে পাবেন ক্ষুধাত খিক খিক আলো,
ব্যাদিত দস্তের উজ্জ্বল ও মসৃণ ঝিলিক।

এতদিন চিড়িয়াখানার ভিতরে ছিল বলে
যারা আপসোস করেছেন,
তারা চোখ ভরে দেখতে পাবেন,
জমকালো রাজপথের উপর,
এমনকী উজ্জ্বল রাজসভায়।

যারা একেবারে সামনে থেকে দেখতে চান,
তারা জীবনকে মশাল করে
হাজার ওয়াটের আলো জ্বালান।

(এক অঙ্কার থেকে আরেক অঙ্কারের ভিতর)

সুমন পাটারীর কবিতা

এখন সে অন্ধকার

এখন চুপ করে থাকার সময়
এখন মাটিতে মিশে থাকার সময়
এখন কবিতা লেখার সময় নয়
কবিতা গোপুঞ্জিজাত
অতি আলো অথবা নিকষ অন্ধকারে
কবিতা লেখা যায় না
মন ভেঙে গেলে যদিও লেখা যায়
বিশ্বাস ভেঙে গেলে
ভাষা ফুরিয়ে যায়
তখন যদি বেঁচে থাকতে হয়
তবে বৃদ্ধ কুকুরের মতো
অথবা বয়স্কা বেশ্যার মতো—

কেউ যাবে না

একটি ঘর
একটি পৃথিবীর সমান
এত বিশাল পৃথিবীতে
তুমি একা বসে আছো দরজা বন্ধ করে
কেউ আসবে না
কেউ যাবে না
তুমি বসে থাকবে
তোমার চোখের পাতার নিচে কাচ ভাঙবে সারারাত

ন যযৌ ন তস্হৌ

পীযুষ রাউত

না যযৌ ন তসৌ। যেন কোনও অলৌকিক
যাদুশাস্ত্রে থমকে আছে আমার সুবর্ণ পৃথিবী।
আমার কৌতুহল আজ মরে হেজে ভূত।
দেখে না কোনো সুখ আত্মদ্বয়ের সামাজিক
ছবি। দেখে না
ভালগার কোনও দৃশ্যমান ছবি। শোনে না
রিবাবুর মন ভালো করার অমূল্য সব গান।
শোনে না কাক ককর্ষ কোনও চিৎকার। স্পর্শ
করেনা
নয়নলোভন কোনও ফুল কিম্বা সদামৃত কোনও
অভাগি শিশুর দেহ।
আমি কি তাহলে দেহে ও ভাবনার দীনতায়
সতি সতি না যযৌ ন তসৌ!

স্বাধীনতার পরেও হিন্দি ছিল কিন্তু এখনও এই সম্মান অর্জন করতে পারেনি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় ছবিরা প্রতিদ্বন্দ্বি করে তামিল, তেলুগু ভাষায় নির্মিত তথাকথিত আঞ্চলিক ছবিই কিন্তু গর্ব করার মতো। ঘরানার জন্ম দিতে সক্ষম হলো। হিন্দি ছবিতে একমাত্র ভারতীয় ছবি হিসেবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এমন একটি খ্যাতিমা দেওয়া হয় যে এই খ্যাতি ধার করেই বর্তমান চলে এবং ব্যবসাও বেশি করতে সক্ষম। এই ধারনাটাও যে তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় তা জানলে থেকে যায় গুরুমাত্রা মিডিয়ার একটি প্রতিবেদন থেকে। সেখান থেকে জানা যায়, গত বছর তেলুগু সিনেমা যখন ১১১ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে তখন হিন্দি সিনেমা থেকে আয়ের পরিমাণ ছিল ১৯৭ মিলিয়ন ডলার। এই তথ্য থেকে একথা বুঝতে পারা যায় যে শুধুমাত্র হিন্দি সিনেমাতে বাহাণ দেওয়ার বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোনও শৈল্পিক কারণ নেই। প্রকৃত ভারতীয় জীবন ও ধারণা ও শৈল্পিক কারণ নিয়ে। প্রকৃত ভারতীয় জীবন ও বিশ্বাসযোগ্যতা সঙ্গ প্রদর্শন ছবি থাকে এক বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই। বিশ্ব দরবারে নন্দিত হওয়া তামিল, তেলুগু ভাষায় নির্মিত ছবিগুলো তার উজ্জ্বল উদাহরণ, আমাদের দেশে এখনও নিকুম্বানদের হিন্দি ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্র নিয়ে যে ধরনের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া যায় সেই তুলনায় আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত ছবিগুলো বহির্বিবেশে নন্দিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খুবই সন্তোষের ক্ষেত্রে সাহায্য সমর্থনটি পায় থাকে। এই সুবলটিয়ের ক্ষেত্রে কানাডাৎ সংশ্লিষ্ট রাজা সরকার তাদের সীমিত ক্ষমতা দিয়ে আঞ্চলিক ছবিরা পৃষ্ঠপোষকতা করার চেষ্টা করে থাকে। সেক্ষেত্রে যেহেতু কানাডা নীতি নিবন্ধিত থাকে না সে কারণে সংশ্লিষ্ট রাজা সরকার যাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে তাদের বিশ্বাস, জ্ঞান ইত্যাদির উপর নির্ভর সহায়্য সহযোগিতার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে।

আঞ্চলিক ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ববঙ্গের দুইটি রাজ্য সরকার যে তাদের ভাষায় নির্মিত ছবিগুলোকে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট থাকে তেমনি উদাহরণ আসাম ও মণিপুর থেকে দেখতে পাওয়া যায়। উত্তর পূর্ববঙ্গের রাজ্যগুলো এই বিষয়ে একদমই উদ্যোগহীন। ত্রিপুরা সরকার এ বিষয় নিয়ে কখনও উদাম দেখিয়েছে এমন কথা শোনা যায় না। এমনকি তাদের দরবারে সে বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে পাঠানো চিঠির জবাব তো দূর প্রাপ্তি ত্রিপুরা সরকার মতো সোচ্চারিতও দেখা যায় না। ত্রিপুরা থেকে অনিয়মিত হলেও মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে ককবরক, বালা ভাষায় নির্মিত ছবি তৈরি হয়ে প্রদর্শিত হতে শুরু করেছে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের প্রথম কালচিহ্ন চিত্র 'লংব্রাই' নির্মাণের পর থেকে। তখন সেলুলয়েডে ছবি তৈরি হতো। সেই সব ছবি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বড়দোকোণে তৈরি করে বিভিন্ন উৎসবে পাঠিয়ে বিক্রির ব্যবস্থা ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। রাজ্য সরকার সেই সন্দের তৈরি কাহিনি চিত্র ও তথ্যচিত্রগুলো সম্বন্ধে খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করেনি। যে সকল ব্যক্তি তাদের টাকা দিয়ে ছবি করে চলচ্চিত্র নির্মাণের ইতিহাসে ত্রিপুরা নাম পৌঁছে দিয়েছেন সেই সব মানুষের প্রশংসার ফলে তৈরি হয়েছে যে চলচ্চিত্র সমূহ সেই সন্দের কোন তালিকা আজ অবধি রাজ্য সরকারের কোনও দপ্তর সংরক্ষণ করতে পারেনি। রাজ্য সরকার বালা পরিচালনা করেন তারা জানেনই না এই রাজ্য থেকে এখন অধিক কত ছবি তৈরি হয়েছে। কোনও ছবির প্রিন্ট কিনে অথবা এখানকার ছবিতে প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার কথা বিবেচনা করে সেইসব উদ্যোগকে বাহবা দেওয়া তো অনেক দূরের কথা। সেই সব উদ্যোগের কথা জানা নেই বলে প্রচারাধি যখন চলচ্চিত্র বিষয়ক কোনও আলোচনার সুযোগ, সভা/জরিয়া কিংবা নবিসিটিউ বা তথ্য সস্ত্কার মঞ্চের সঙ্গে ঘটে তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের অজ্ঞতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এমন হওয়ার কোন কারণ ছিল না। ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি হওয়া আন্দাজে ছবি 'ইন সার্ক অফ এ গিলোশ' ও 'পীলাক' তথ্যচিত্রগুলো দূরদর্শনের জাতীয় কার্যক্রমে প্রদর্শিত হয়ে সারা দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। ১৯৯২ ও ১৯৯৪ সালে দূরদর্শনের জাতীয় কার্যক্রমের দ্বারা করার মাধ্যমে দর্শক সংখ্যা ছিল। রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা নির্ভর, তথ্যচিত্রটির একটি প্রিন্টও রাজ্য সরকার কেনার আগ্রহ দেখায়নি। অন্য সাহায্য তো বিবেচনা হয়নিই। যে কোনও বড় মাপের স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে সমিতিটি প্রদর্শনার সীমাবদ্ধ ঘটে। ত্রিপুরা থেকে নির্মিত ছবিগুলো যতদিন পর্যন্ত আমদানি হয়ে ছবি উঠতে পারবে না ততদিন পর্যন্ত চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রচেষ্টাগুলো বিক্ষিপ্ত ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ বলেই চিহ্নিত হতে থাকবে। কালগের গর্ভে হারিয়ে যাবে। ইতিহাস করা করাটাও একটা দায়িত্ব। এই দায়িত্ব বেথায় যত দ্রুত জগদীশ হতে তত দ্রুত সব হারিয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষণ করা সম্ভব হবে।

উত্তর পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রে আসাম হতে পারে অন্ততপক্ষে চলচ্চিত্র সংরক্ষণের জন্য ভদ্রাসস্থল।

এরাবতের ফিসফিকারীরা থাকেনও আছেন।

হয়ত আরাভাভে, অন্য নামে। সেই সব মানুষের কথা বিশ্বের দরবারে তাদের অবদান নিয়ে হাজির করিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। যে সকল তথ্যচিত্র নির্মাণকারী, তাদের প্রচেষ্টাও একটি উপযুক্ত পরিবেশ। এই পরিবেশে প্রস্তুতভূতি পাওয়া যেতে পারে রাজ্য সরকার থেকে। সেই জন্য প্রয়োজন একটি সঠিক নীতি, নিয়োগ। একটি স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির অভাব আমাদের তামিল, তেলিও এমনকি অসমিয়া ও মণিপুরি ভাষায় নির্মিত ছবিগুলো দর্শক করেই রেখে দেবে আরও বহুদিন। সেই তালিকায় যুক্ত হওয়ার অনান্য বাসনা। খেয়েই ককবরক, বালা ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণের স্বপ্ন এখনও অনেকেই সময়েভে লালন করেন।

যে ছবি তৈরি হবে তাই রাজ্যের মানুষের সক্রিয় সম্মোহিত। আমাদেই এই রাজ্য থেকে কোনও কিছু উৎপন্ন হওয়া যখন সরকারি সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয় তখন চলচ্চিত্র নির্মাণের বর্থবিধ ক্ষেত্রের মধ্যে অন্ততঃ পঞ্চ নিদিক্তি ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

সেইসব ক্ষেত্রে সাহায্য করতে এগিয়ে এলে আমার বিশ্বাস এরাবতের ফিসফিকারীর মতো এখন অনেকও তার গল্প-দুনিয়ার মাঝেই সম্মোহিত হয়ে পড়বে। (ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম কালচিহ্ন চিত্র 'লংব্রাই'র পরিচালক)

“এলাকায় এলাকায় মজবুত রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। যদি রাজনৈতিক সংগঠনকে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে এটা একটা কথার কথা থেকে যাবে। সংবাদপত্র ছাড়া এই শিক্ষার ব্যবস্থা কে করবে” — **ভি আই লেনিন**

প্রথম প্রকাশ ১৫ ই আগস্ট, ১৯৭৯ ইং

১৯ মার্চ, ২০২৩ ইং

৪ চৈত্র, ১৪২৯ বাংলা

সম্পাদকীয়

সংসদ অচল কেন ?

সরকার পক্ষের ইষ্টগোলে সংসদ অচল টানা ৫ দিন। এ ভারতীয় সংসদের ইতিহাসে এক রেকর্জির ঘটনা। সরকারের সিদ্ধান্ত পছন্দ না হলে বিরোধিতা করার অধিকার বিরোধী পক্ষের। তাদের কথা বলবার, আলোচনা করার, সরকারের কাছে জবাব চাওয়ার জায়গা সংসদ। সেই সংসদে বিরোধীদের বলতে দেওয়া হচ্ছে না। কারণ বিরোধী দলগুলো আদানি গোষ্ঠীর জালিয়াতির তদন্ত যৌথ সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে করার দাবি করেছেন। তাতে সরকারের প্রবল আপত্তি। কারণ এই তদন্ত শুরু হলে মোদি সরকার গত ৮ বছরে আদানিকে কী কী অন্যায় সুযোগ পাইয়ে দিয়েছে, কী করে একের পর এক বিমানবন্দর, নৌবন্দর তাদের মালিকানায় গেছে, কার নির্দেশে এল আই সি, স্টেট ব্যাংক বাধ্য হয়েছে আদানি গোষ্ঠীর বিপুল পরিমাণ শেয়ার কিনতে, জীলজায় সমুদ্র বন্দর পরিচালনার ভার কার চাপে আদানিকে দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি বহু অপ্রিয় এবং লুকিয়ে রাখা তথ্য দেশের মানুষ জেনে ফেলতে পারেন। সুতরাং এই তদন্ত সরকার হতে দিতে পারেন না। তাই সরকারকে সংসদ অচল করে রেখেছে।

এমনকি সংসদ অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচার পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে গুরুব্রার, যাতে বিরোধীদের কোনো বক্তব্যই মানুষ জানতে না পারে। রাহুল গান্ধির লভনে রাখা বক্তব্য তো অজ্ঞাত মাত্র। আসলে সরকার এবং শাসক দল যে কোনো ছুতোয় সংসদ থেকে, সংসদে আলোচনা, বিতর্ক এবং সংসদীয় কমিটির তদন্ত থেকে পালাতে চাইছে।

প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে শিক্ষার্থীরা ফিরছেন ইউক্রেনে

নয়াদিল্লি। ১৮ মার্চ: যুদ্ধ চলতে থাকলেও ক্যারিয়ার বাঁচানোর জন্য ফের ইউক্রেন ফিরে যাচ্ছেন ভারতীয় মেডিক্যাল শিক্ষার্থীরা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রচুর ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যেই ক্লাসও শুরু করে দিয়েছেন কিছু কিছু জায়গায়। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাদের পড়াশোনা সম্পর্কে কোনো ধরনের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য না জানানোর এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে তারা।

অচ্য এনিয়ে অনেক ঢাকঢোল পটোনো হয়েছে। অপারেশন গঙ্গা নাম দিয়ে ইউক্রেন থেকে শিক্ষার্থীদের নিয়ে আসা হয়েছে। যদিও তখনও একটা বড় অংকের ছাত্রছাত্রী অভিযোগ করছেন যে, সবার ক্ষেত্রে সহায়ের সুযোগ পৌঁছায়নি। তারা নিজেরাই অনেক দুর্ঘ্যোগ মোকাবিলা করে ফিরে এসেছেন। তার পরেও আশা করেছিলেন যে বিপদের মধ্যে আর ফিরে যেতে হবে না। কারণ সরকার তাদের জন্য কিছু একটা করবে বলে জানিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে সেসবকম কিছু হয়নি। নরেন্দ্র মোদীর সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন ব্যাপক গোলাবাজি করে প্রচারের শীর্ষে পৌঁছে একটা মাইলেজ নেওয়ার চেষ্টা করে থাকে, এক্ষেত্রেও সেটাই করেছে। কাজের কাজ কিছুই বলেনি। এমনকি স্পষ্ট করে কিছুই জানায়নি পর্যন্ত। অন্তত ছাত্রছাত্রীদের এমনই অভিযোগ।

সেনু শর্মা নামে এক মেডিক্যাল শিক্ষার্থী ইউক্রেনের খারকিভ থেকে ফিরে এসেছিলেন। এখান থেকে চলে গেছেন দেখেন। সংবাদ সংস্থাকে তিনি এই সিদ্ধান্তের পিছনে যে কারণ তা তুলে ধরে বলেন, “আমার সামনে তিন ধরনের বিকল্প বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ছিল। প্রথমত, আমার মেডিক্যাল পড়া ছেড়ে দেওয়া। সেটা হলে এতদিন যে টাকা খরচ হয়েছে এবং যে লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে গেছি, সেগুলো শেষ করে দেওয়া। দ্বিতীয়ত, আমি অন্য কোনো দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইগ্রেশন করে চলে গিয়ে সেখানে পড়তে পারি। কিন্তু তার জন্য বিশাল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, যা আমার বা আমার মতো কারো পক্ষেই উজোড়া করা সম্ভব নয়। তৃতীয় বিকল্প ছিল ইউক্রেনে ফিরে গিয়ে পুনরায় ক্লাস শুরু করা। আর আমার কাছে এই বিকল্পই একমাত্র খোলা আছে।” কোনো ভারত সরকার এইসব ছাত্রছাত্রীদের জন্য পড়াশোনার কোনো সুযোগ এ দেশে তৈরি করে দেবে কিনা, তা নিয়ে কিছুই বলতে না। এমন করে অনেকটা সময় চলে গেছে। গুরুগাঁও এর আর বি গুপ্তা নামে এক ব্যক্তি এইসব ছাত্রছাত্রীরা যাতে ভারতেই পড়তে পারেন, তার ব্যবস্থা জানায় তারা সংগঠন পর্যন্ত শুরু করেছেন। সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু কোনো কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। এখন ইউক্রেনে অনেক ছাত্রছাত্রী ফের চলে গেছেন। যারা সংবাদ সংস্থাকে জানাচ্ছেন, প্রতিদিনই মানসিক অশান্তি আর নির্বাকতনের মত অবস্থায় তাদেরকে ক্লাস করে যেতে হচ্ছে। ক্লাস চলা অবস্থায় অথবা ঘরে থাকা অবস্থায় আচমকই সাইরেন বেজে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে তাদেরকে বাহ্যারে গিয়ে ঢুকতে হয়। প্রতিদিন এরকম কয়েকবার করাটা রুটিন হয়ে গেছে। এই অবস্থায় পড়াশোনা যা করা যায়, তা হচ্ছে। কলেজগুলো বন্ধ নেই অবশ্য। ভারত সরকার কিছু একটা ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছিল। সেদিকে আশা করে দিন গেছে।

আবার একটা অংকের ছাত্রছাত্রী এখনও ফিরে যাওয়ার মতো মানসিক শক্তি তৈরি করতে পারেন নি। অনেকেই সরকার থেকে যেতে গিয়েছেন না। নরেন্দ্র মোদীর সরকার এসবেরক ভরতে নিয়ে আসার সময়ে যে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছিল, তার পরে আর এনিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা যেন নেই। প্রচার হয়ে গেছে, ব্যাস। এখন ঐথে জলে মেডিকেল শিক্ষার্থীরা।

জেলে সাংবাদিক : প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার নোটিশ

নয়াদিল্লি। ১৮ মার্চ: মন্ত্রীকে নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রশ্ন করায় সাংবাদিক সঞ্জয় রানাকে প্রেগার করেছে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ। যা নিয়ে আদিভান্যারের সরকারকে নোটিশ পাঠিয়েছে প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া।

চূপ-চূপ। মন্ত্রী বলে কথা। কোনো প্রশ্ন করা যাবে না তাকে। এটাই হচ্ছে যৌগী আদিভান্যারের সরকারের পুঁজিভদি। যদিও বি জে পি সরকারেরই সব রকমের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ জুমলাবাজিতে পরিপূর্ণ। নির্বাচনের সময় প্রতিটি ক্ষেত্রেই যা মুখে আসে তা বলে মানুষের ভোট ছিনিয়ে নেওয়ার সঙ্গে বাস্তব কাজের কোনো সম্পর্ক নেই। উত্তরপ্রদেশও মোটেও ব্যতিক্রম নয়। আর ব্যতিক্রম কেন নয়, নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি করে পালন হবে, হার কিনা, এই ধরনের প্রশ্ন করলে বি জে পি’র মন্ত্রীরা গৌদা করেন। এমনকি প্রশ্নকর্তা সাধারণ জনগণ বা সাংবাদিক যেই হোন না কেন, তাকে প্রেগারও করেন। সাংবাদিক সঞ্জয় রানার ক্ষেত্রেও এটাই হয়েছে। গত ১১ মার্চ একটি অন্তর্জনে ইচ্ছাকৃত অপমান। নরেন্দ্র মোদীর দেবীকে প্রাক নির্বাচন প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাকে প্রেগার করা হয়েছে। ভারতীয় জনতা হুয মোদীর এক নেতা শুভম রাঘবের অভিযোগের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে একটি এফ আই আর পর্যন্ত দায়ের করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। যদিও পরে অনেক চাপের মুখে ৩০ ঘণ্টা আটক রাখার পরে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে সাংবাদিক রানাকে।

এই অনুষ্ঠানের একটি ভিডিওতে, রানাকে গুলাব দেবীর সামনে বলতে শোনা যায়, “নির্বাচনের আগে আপনি আমদের সবাইকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, মন্দিরে শপথ নিয়েছিলেন যে এই গ্রাম বুধনগর খাতোয়ার সবাই আপনার দম্ভক সন্তান। আপনি গ্রামের প্রবীণদের বলেছিলেন, ‘আপনার কী কাজ করা দরকার বলুন, আমি করব।’ আপনি আরও অনেক কিছু করার কথা বলেছিলেন। যা বলেছিলেন, তার কিছুই করেননি। এ বিষয়ে আপনার কী বলার আছে?” প্রশ্ন করেন সঞ্জয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে এই ভিডিও। সংবাদ সংস্থা অনুসারে, এর পরে রানার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৩ (বেচ্ছায় আঘাত দেওয়ার জন্য শাস্তি), ৫০৪ (শাস্তি ভঙ্গের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত অপমান) এবং ৫০৬ (ভয় দেখানোর শাস্তি) ইত্যাদি মিলিয়ে একটি এফ আই আর দায়ের করা হয়েছে। তারপরই তাকে প্রেগার করা হয়। এই বিবয়টি নিয়ে প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকারকে। সাংবাদিকদের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত এই নোটিশের কোনো জবাব এখনও দেয়নি আদিভান্যারের সরকার। তথা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, সাংবাদিকদের স্বাধীনতার সুচকে ভারত ২০১৫ সালের পর থেকে দ্রুত নিচে নামতে থাকে। বর্তমানে ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারত ভারত নিচের দিকে ত্রিশটি দেশের মধ্যে একটিকে এসে পৌঁছেছে।

সাম্রাজ্যবাদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ

পৃথিবীর দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার এবং ‘উন্নয়ন’-এর মাত্রার মধ্যে কী বিশাল অসামঞ্জস্য। সাধারণভাবে মনে হয়, প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডারে যে দেশ যত বেশি সমৃদ্ধ, সেই দেশ তত বেশি উন্নত। কিন্তু বিষয়টা মোটেই তেমন নয়। বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশগুলির কথাই ধরা যাক, যেমন জি-৭ রাষ্ট্রগোষ্ঠীভুক্ত ৭ টি দেশ— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান এবং কানাডা। এই দেশগুলির সম্মিলিত জনসংখ্যা বিশ্বের সর্বমোট জনসংখ্যার মাত্র ১০ শতাংশ, কিন্তু সারা বিশ্বে যত সম্পদ আছে, তার অর্ধেকের চেয়েও বেশি রয়েছে এই দেশগুলিতে (২০২০ সালের হিসাব)। বিশ্বের সর্বমোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (*এস ডমেস্টিক প্রডাক্ট* বা জি ডি পি) প্রায় দুই-পঞ্চমাংশ, মানে প্রায় ৪০ শতাংশের মত উৎপাদন হয় এই দেশগুলিতে (এই দেশগুলির সম্মিলিত উৎপাদন বিশ্বের সর্বমোট জি ডি পি’র ৩২ থেকে ৪৬ শতাংশের মধ্যে থাকে। আমি হিসাবের সুবিধার জন্য ৩২ এবং ৪৬ শতাংশের মোটামুটি মাঝামাঝি, অর্থাৎ ৪০ শতাংশ ধরে নিয়েছি।) কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার এই দেশগুলিতে অনেকবারেই কাক।

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রাকৃতিক সম্পদের কথাই ধরা যাক। পৃথিবীতে তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার ঠিক কর্তৃক, তা নিয়ে বিভিন্ন রকম অনুমান রয়েছে। বিশ্বের অঞ্চলভেদে এই প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার কেমন, সেটা নিয়েও বহরকম অনুমান রয়েছে। তবে বহরকম অনুমানের মধ্যেও কয়েকটি বিষয় একেবারে স্পষ্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের *এনার্জি ইনফর্মেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন* (ই আই এ) সংস্থার তথ্য অনুযায়ী সারা বিশ্বে যত তেল রয়েছে, তার মাত্র ১৩ শতাংশ রয়েছে জি-৭ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিতে। আর জি-৭ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি থেকে কানাডার বড় দিলে বাকি ৬টি দেশের সম্মিলিত তৈলভাণ্ডার সারা পৃথিবীর সর্বমোট ভাণ্ডারের মাত্র ৩ শতাংশ হয়ে যায় (কারণ কানাডাভে রয়েছে বিশ্বের সর্বমোট তেলভাণ্ডারের ১০ শতাংশ)। তবে এই পরিসংখ্যানে *শেল* থেকে নিষ্কাশিত তেলকে বিবেচনায় আনা হয়নি (বেশ কিছুদিন ধরে এক বিশেষ ধরনের পাললিক শিলা থেকে জ্বালানী তেল নিষ্কাশনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। এই ধরনের শিলাকে বলে *শেল* এবং নিষ্কাশিত তেলকে বলা হয় *শেল* থেকে নিষ্কাশিত তেল অথবা *‘শেল অয়েল’*), যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখিয়ে চলেছে। এই ধরনের তেলকে বিবেচনায় আনলেও (অবশ্য বিশ্বের কোন দেশে এই তেল কী পরিমাণ রয়েছে, সেটা এখনো পুরোটা জানা যায় নি) হিসাবে খুব একটা হেরফের হবে না। মূলত এটাই বাস্তব যে, সবচেয়ে উন্নত দেশগুলিতে থাকা তেলভাণ্ডার বিশ্বের সর্বমোট তেলভাণ্ডারের তুলনায় অতি অল্প, প্রায় নগণ্য।

এবার প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার নিয়ে আলোচনা করা যাক। এই ক্ষেত্রেও বিশ্বের সর্বমোট গ্যাস ভাণ্ডার এবং রাষ্ট্রভেদে সেই গ্যাস ভাণ্ডারের বন্টন নিয়ে বহরকমের আনুমানিক হিসাব রয়েছে। তবে গত ২০২০ সালের শেষদিকে জি-৭ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর জন্য ই আই এ যে হিসাব পেশ করেছে, তা থেকে দেখা যায়, গোটা বিশ্বে আনুমানিক ১৮৮ ট্রিলিয়ন ঘনমিটার (১ট্রিলিয়ন =১ লক্ষ কোটি) প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চিত থাকলেও জি-৭ দেশগুলির সম্মিলিত ভাণ্ডার তার মাত্র ৮ শতাংশ। এখানেও *শেল* থেকে নিষ্কাশিত গ্যাসকে বিবেচনায় আনা হয়নি (*শেল* থেকে গ্যাসও নিষ্কাশন করা

যাক। এই ক্ষেত্রেও বিশ্বের সর্বমোট গ্যাস ভাণ্ডার এবং রাষ্ট্রভেদে সেই গ্যাস ভাণ্ডারের বন্টন নিয়ে বহরকমের আনুমানিক হিসাব রয়েছে। তবে গত ২০২০ সালের শেষদিকে জি-৭ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর জন্য ই আই এ যে হিসাব পেশ করেছে, তা থেকে দেখা যায়, গোটা বিশ্বে আনুমানিক ১৮৮ ট্রিলিয়ন ঘনমিটার (১ট্রিলিয়ন =১ লক্ষ কোটি) প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চিত থাকলেও জি-৭ দেশগুলির সম্মিলিত ভাণ্ডার তার মাত্র ৮ শতাংশ। এখানেও *শেল* থেকে নিষ্কাশিত গ্যাসকে বিবেচনায় আনা হয়নি (*শেল* থেকে গ্যাসও নিষ্কাশন করা



পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদীর বিরুদ্ধে বামপন্থীদের বীরদ্বর্পণ লড়াইয়ের ইতিহাস রয়েছে। দেশের নানাপ্রান্তে সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ , সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াইয়ে অনেক কমিউনিস্ট আত্মবলিদান করেছেন। পাঞ্জাবের সেইসব বীর যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মোহালিতে স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। তাতে বক্তব্য রাখেন সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদক সুখবিন্দর সিং শেখন।

পাঠকের কথা/মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

সন্ত্রাসের দায় নিতে হবে সরকারকেই

২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ। দ্বিতীয়বারের জন্য রাজ্যের মসনদে বসল বি জে পি জোট সরকার। এই সরকারের গতিমুখ কি হবে তা জানতে মুখিয়ে আছেন রাজ্যবাসী? মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস। রাজনৈতিক হিংসার লাগাম টানতে পারছে না সরকার। গেরয়া বাহিনী ইচ্ছামত চালিয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাস। আর এই দৃশ্য সামনে দাঁড়িয়ে দেখছে পুলিশ। আইনের শাসন ব্যাপকভাবে ভেঙে পড়েছে। ‘অগণিত’ মানুষের বাড়ি ঘর জালিয়ে দিয়ে উল্লাসে মেতে উঠছে দুর্বৃত্তবাহিনী। সরকার এর দায় বিরোধীদের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা চালাচ্ছে। শাসক দলের এক মন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রকাশে বকেই দিলেন সরকারকে হেয় করার জন্যই নাকি বিরোধীরা সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার আপনার ,পুলিশ আপনার, যারা সন্ত্রাস চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন?

পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসে ঠেকেছে এবার পরীক্ষার্থীদের

প্রভাত পটনায়েক

সম্ভব)। সুতরাং বুঝতে কষ্ট হয় না, জি-৭ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিতে প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার খুবই সীমিত। আবার পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশ হওয়ার সুবাদে এই দেশগুলিতে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেলের চাহিদা আকাশছোঁয়া। সাম্প্রতিক সময়ে অবশ্য এই দেশগুলি প্রথাগত শক্তি ব্যবহার থেকে সরে এসে বিকল্প, অপ্রথাগত এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির দিকে ঝুঁকছে, যেমন ইদানীংকালে ফ্রান্স নিউক্লিয়ার শক্তির উপর নির্ভরতা বাড়়াচ্ছে। তবুও এখন পর্যন্ত এই রাষ্ট্রগোষ্ঠী বহুলাংশে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরশীল, যদিও নিজের দেশে এই প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার খুবই সীমিত।

এখন পর্যন্ত আমরা কৃষিজ ফসলের কথা নিয়ে আলোচনা করিনি। এই ক্ষেত্রে জি-৭ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যদিও ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবের অগ্রদূত হিসাবে সে দেশের সুতিস্ত্র শিল্পকে বিবেচনা করা হয়, তবুও ব্রিটেনে রপ্তানিযোগ্য পরিমাণে তুলো উৎপাদন হয় না। যে সব দেশে থেকে বিশ্বপুঞ্জির উৎপত্তি, তারা সবাই মূলত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত, ফলে সেখানে ফসলের বৈচিত্র্য এবং উৎপাদন, দুইই অতি সীমিত। ফসল উৎপাদনের জন্য উৎকৃষ্ট এলাকা হল ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চল। এই অঞ্চলে যে বিপুল পরিমাণ ফসল উৎপাদন হয়, তা থেকে আহরণ করে উন্নত দেশগুলির প্রয়োজন মেটা়ি। কঠিন-তরল খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে তন্তু বা নানারকম ফল, প্রায় সব ধরনের কৃষিজ ফসলের জন্য উন্নত দেশগুলি বছরভর ক্রান্তীয় তথা উপক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশগুলির উপর নির্ভর করে থাকে। সাম্প্রতিককালে অবশ্য উন্নত দেশগুলি উদ্ভূত খাদ্যশস্য উৎপাদন শুরু করেছে, কিন্তু তাতে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের উপর তাদের নির্ভরতা একটুকুও কমে নি। বরং উন্নত দেশে উৎপাদিত উদ্ভূত খাদ্যশস্য যাতে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় দেশগুলির কাছে সহজে বিক্রি করা যায়, সেজনা এই দেশগুলির উপর জোর খাটিয়ে তাদের খাদ্যশস্য চাষ কমিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে এই দেশগুলিতে সেই সব ফসল চাষের জন্য জোর খাটায়, যেগুলি উন্নত দেশগুলিতে ফলন হয়না, কিন্তু চাহিদা আছে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বিশ্বের অতি উন্নত দেশগুলি অধিকাংশ প্রাথমিক পণ্য, যার মধ্যে খনিজ দ্রব্য থেকে শুরু করে কৃষিজ ফসল পর্যন্ত সবই রয়েছে, তার জন্য বহির্বিশ্বের উপর বিপুলভাবে নির্ভরশীল। এই সব পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন জোগান তাদের এক প্রধান চাহিদা, সেটাও আবার অত্যন্ত দামে। উপনিবেশবাদের যুগে অবশ্য অসুবিধা হত না, দখল করে থাকা উপনিবেশ থেকে নিখরচায় জোগান পাওয়ার রাস্তা খোলা থাকে। কিন্তু উপনিবেশ না থাকলে জোগান পাওয়াটা আর ততটা সহজ থাকে না।

এই কাজটাই সহজ করে দেয় সাম্রাজ্যবাদ। উপনিবেশবাদও সাম্রাজ্যবাদেই অন্যতম রূপ। বর্তমানে যখন প্রায় গোটা বিশ্ব উপনিবেশবাদের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে এসেছে, তখন বহির্বিশ্ব থেকে কম খরচায় (অথবা নিখরচায়) নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের জোগান পাওয়ার জন্য সুযোগ করে দেয় সাম্রাজ্যবাদ। তৈল-উৎপাদক দেশসহ তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশে নিজের তাঁবেদার দল বা গোষ্ঠীর সরকার বসিয়ে দেওয়া সাম্রাজ্যবাদের এক পরিচিত কৌশল। সেই তাঁবেদার গোষ্ঠী

গোটা বিশ্বে সঞ্চিত তৈলভাণ্ডারের প্রায় ৫ শতাংশ রয়েছে এই রাশিয়াতে।

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির পর্যবেক্ষকরাও ইউক্রেন যুদ্ধকে ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন। তাদের মতে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ এবং রাশিয়ার মধ্যে চলমান এই সংঘাত প্রকৃতপক্ষে একমেরু বিশ্বে বহুমেরু বিশ্বে রূপান্তরিত করার প্রয়াস। রাশিয়াতে সঞ্চিত প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল ভাণ্ডারকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পশ্চিমী দেশগুলি যেভাবে আগ্রাসী হয়ে উঠেছে, তার কথা কিন্তু এই আলোচনায় আসে না। অথচ এই আগ্রাসনের গভীরতা ও ব্যাপ্তি কোনোভাবেই অবজ্ঞা করার মত নয়। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ রাশিয়ার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি বরিস ইয়েলৎসিন-কে পুরোপুরি কবজা করতে পেরেছিল, সি আই এ-র লোকজন সবসময় তাঁকে ঘিরে রাখত। বর্তমানের রাষ্ট্রপতি ড্লামির পুতিনের হাজারটা দোষ থাকলেও পশ্চিমী আধিপত্যের কবল থেকে রাশিয়াকে বের করে এনেছেন তিনি। আর সেজন্যেই পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ উঠে পড়ে লেগেছে, যেভাবেই হোক রাশিয়াতে সরকার পরিবর্তন করতে হবে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনে তো খোলাখুলি বলেই ফেললেন, ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আমেরিকার লক্ষ্য হল রাশিয়াতে সরকার পরিবর্তন। অর্থাৎ রাশিয়াতে পশ্চিমী দেশগুলির “অনুগত” প্রশাসক বসাতে অতি উৎসুক হয়ে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি।

তবে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের জন্যও অসম্ভিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে। একেই তো নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা দেশের তালিকাটি বেশ বড় হয়ে গিয়েছে, তার উপর রাশিয়ার মত বৃহৎ দেশকেও এ তালিকা ঢোকানো হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করার পিছনে একটা হাতলব কাজ করে, তা হল— নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হলে সংশ্লিষ্ট দেশের সাধারণ মানুষ দুর্দশায় পড়বে, ফলে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি ও দলের উপর বিরক্তি তৈরি হবে। তখন মানুষের মনে পুষ্টিভূত ক্ষোভ-বিক্ষোভকে কাজ লাগিয়ে সরকারকে ক্ষমতাত্যাগ করার প্রয়াস নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান সময়ে খোা যাচ্ছে, নিষেধাজ্ঞার ফলে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকরাই নন, যে দেশ নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিয়েছে, সেই দেশের সন্ত্রাসীরা মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ইউক্রেন যুদ্ধ সম্পর্কিত পরিস্থিতির কথাই ধরা যাক। রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেওয়ার ফলে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি রাশিয়া থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস আবাদনি করতে পারেনা। এছাড়াও তৃতীয় বিশ্বের সব দেশের মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়ছে। স্বভাবতই পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশের মানুষের মনে তীব্র ক্ষোভ-বিক্ষোভ তৈরি হচ্ছে।

পরিণতিতে ঐসব দেশের রাজপথে যুদ্ধ বিরোধী ও মূল্যবৃদ্ধিবিরোধী প্রতিবাদের ঢেউ একের পর এক আছড়ে পড়ছে। তথাকথিত উন্নত দেশগুলিতে ১৯৭০-এর দশকের পর থেকে এখন পর্যন্ত এমন তুমুল বিক্ষোভ দেখা যায় নি। এছাড়াও আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। নিষেধাজ্ঞা চাপানোর পিছনে আরেক লক্ষ্য হল, শিনানায় থাকা দেশের অবমূল্যায়ন ঘটানো, যাতে সে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির হার চড় চড় করে বাড়তে থাকে। কিন্তু বর্তমান সময়ে নিষেধাজ্ঞা চাপানোর পরেও রাশিয়ার মুদ্রা রুবল কিন্তু একটুকুও দুর্বল হয় নি, বরং ডলারের তুলনায় আরো উপরে উঠে এসেছে রাশিয়ার মুদ্রা। অর্থাৎ এই লক্ষ্যটিও ফলপ্রসূ হয়নি। কোনো সন্দেহ নেই, সাম্রাজ্যবাদের জন্য মোটেই সুসময় নয় এটি।

(সৌজন্যে: পিপলস ডেমোক্রেসি: ৬-১২ মার্চ, ২০২৩)

৭০ শতাংশ পরিবার শৌচাগারহীন

নয়াদিল্লি (সংবাদ সংস্থা)। ১৮ মার্চ : গ্রাম ভারতে নলবাহিত জল পৌঁছায় চার ভাগের এক ভাগ পরিবারেরও মেনে না। শহরাঞ্চলে দুই-তৃতীয়াংশের কম পান নলবাহিত জল। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংগঠন এন এস এস ও’র সমীক্ষােই নতুন ভারতের এই ছবি তুলে ধরেছে। সমীক্ষা আরও জানাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উজ্জ্বলা যোজনার হাল কী। দেশের প্রায় অর্ধেক ঘরে রাস্তা হয় কাঠের জ্বালানি ব্যবহার করে। সমীক্ষ জানাচ্ছে, গ্রামে ৭০ শতাংশ পরিবারের নিজস্ব শৌচাগার নেই। আরও মারাত্মক, প্রতি পাঁচ পরিবারের একটি বা ২১.৩ শতাংশের দইে কেনও শৌচাগারই। ২০২০’তে এই সমীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও মহামারীর কারণে হয়েছে ২০২১-এ। এন এস এস ও’র ৭৮তম রাউন্ডে এই সমীক্ষার রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে। বি জে পি এবং মোদীর লাগারের ‘নতুন ভারত’, বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি আমজনতার কষ্টে বজ্জে লাগছে দেখিয়েছে সমীক্ষ। গ্রামে ১.৬ লক্ষ এবং শহরে ১.১ লক্ষ পরিবারের ওপর হয়েছে সমীক্ষ।

কমবরসিদের অবস্থাও উঠে এসেছে। পড়াশোনা, স্বজব বা প্রশিক্ষণ স্কেনও কিছুই মধ্যে নেই।মহিলাদের ৪৩.৮ শতাংশ। ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে তথ্য এমনই। পুরুষদের ক্ষেত্রে একই বয়সসীমায় এই হার ১৬.১ শতাংশ। সমীক্ষকের যদিও উল্লেখাতাদের ৯০ শতাংশ জানিয়েছেন যে আগের তুলনায় ভালো জল দিচ্ছে। তবে তা যে নলবাহিত স্বাস্থ্যসম্মত জল নয়, বোঝেন তার। ছিগ্গিপাড়, ওড়িশার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও উনুন কাঠের জ্বালানি প্রায় ৭০ শতাংশ পরিবারের প্রধান ভরসা গ্রামাঞ্চলে। মোদি এবং বি জে পি’র চোখ ধাঁধানো প্রচারের পালায় বামপন্থীরা যদিও বারবারই সংকেটের বাস্তবতা নিয়ে সরব।সবব অন্য একধাক পিঠেগাঁই দল। মোদি সরকারের সময়ে নিয়মিত সরকারি সমীক্ষা না হওয়াও এক সমস্যা। সমীক্ষ হতেই যদিও বোঝা যাচ্ছে কেন আপত্তি কেন্দ্রের।

জয় করেও এত ভয়!দুর্নীতির সঙ্গে আলিঙ্গন করে চলেছে বি জে পি

কোনো বিরোধী দল নয়, খোদ শাসক দলই সংসদের অধিবেশন অচল করে রেখেছে পাঁচদিন ধরে। একমাত্র ভূমমূল কংগ্রেস ছাড়া দেশের সবকটি বিরোধী দলই সমন্বয়ের দাবি জানাচ্ছে শিল্পপতি আদানি গোষ্ঠীর জালিয়াতি নিয়ে জে পি সি বা জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি গঠনে কেন্দ্রে বি জে পি সরকার তথা প্রধানমন্ত্রীর আপত্তি কেন।

এটা তো ঠিক কেউ দুর্নীতি করলে তার সঠিক তদন্ত করতে প্রয়োজন। শুধুমাত্র বিরোধী দলের বাছাই করা, তাদাদের হেনস্তা করতে সি বি আই, ইউ কেন লেলিয়ে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার? পশ্চিমবঙ্গে ভূমমূল কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী তথা দলের সুপ্রিয়ো মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তো শয়ে শয়ে দুর্নীতির অভিযোগ আছে। দুর্নীতির অভিযোগে আরে মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো’র বিরুদ্ধে। আজ যখন সে রাজ্যে হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরি চোর, গরু পাচার ইত্যাদি একে একটি কেলেঙ্কারি, দুর্নীতি প্রকাশে আসছে তখন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে সব কিছুর মূলে আছেন একজনই, তিনি মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বিরুদ্ধে তো নারদা,সারাদার মতো বেশ কয়েকটি অভিযোগ পাশাপাচাপা দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। তুণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো’র বিরুদ্ধে রয়েছে কয়লা চুরিসহ আরও কিছু অভিযোগ।

আজ যখন শিল্পপতি আদানি গোষ্ঠীর শোয়ার জালিয়াতির ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংহার কোটি কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে তখনও মোদি সরকার নীরব থাকছে। এই জালিয়াতির কেলেঙ্কারি প্রকাশে আসলে তাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্যক্তিগত ইমেজও গাঙ্গা লাগবে, এমনই ধারণা করছেন সাধারণ মানুষ। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে আদানি যদি নির্দেশই থাকবেও তবে তার বিরুদ্ধে তদন্ত চালাতে জে পি সি গঠনে কেন প্রবল বিরোধিতা করছে বি জে পি? কেন মোদিজি পিঠ আগলে রেখেছেন আদানির? সম্পর্কে তারা কি হন? জে পি সি গঠনের বিরোধিতা করে বি জে পি দেশবাসীর সামনে নিজেরের চরিত্র দেখে লোকেরা কেন। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছেন ধনকূলের কর্পোরেট বিশেষ করে আদানি গোষ্ঠী কিভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বিরোধী দলগুলোর আদানির শোয়ার কেলেঙ্কারি প্রকাশ্য আনতে চাইছেন জে পি সি গঠনের মধ্য দিয়ে। আর নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের বি জে পি সরকার তা অস্বীকার করে বিষয়টি চাপা দিতে চাইছে। প্রকৃতপক্ষে সংসদ অচল করে রাখার মধ্য দিয়ে বি জে পি সরকার জনগণের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে চলেছে। যদি সব সাহস থাকে তবে আদানি-কেলঙ্কারি তদন্তে জে পি সি গঠন করা হোক। বি জে পি গাঠন লাগে। গ্রন্থ করার হিম্মত দেখাতে পারবে? — শব্দর্ষ বর্ধন, মোহনপুর।



লিঙ্গু মহল



ফুলবাহারি

সকালবেলা

বসুন্ধরা মাজি (জার্মানি)

পাহাড় চূড়ায় রোজের আঁধার এ দৃশ্যটা নয় অচেনা—
হাজার গন্ডা কালচে মেঘে,
আসছে ছুটে তীর বেগে,
ঘরের মধ্যে ঠায় বসে তাই একটা খুকির ভাল্লাগে না।

একনাগাড়ে বিচ্ছিরি ঐ বৃষ্টি যে রোজ বরতে থাকে,
সূর্য গেল হারিয়ে নাকি!
ডাকছে না কই একটা পাখি...
কে যে এমন আকাশটাতে অন্ধকারের চিত্র আঁকে!

হঠাৎ সেদিন কোন্ ম্যাজিকের আলোয় সবাই চমকে ওঠে—
কালচে আঁধার পালটে গিয়ে,
উঠল পাহাড় বালমলিয়ে,
দরজা খুলে সেই খুকিটা সূর্যকণা ধরতে ছোটো।

সবুজ রঙের রঙ তুলি কে রাঙাল গাছের পাতা—
সোনার রোদে ঝকমকালো,
চারদিকে কী মিষ্টি আলো,
সেই আলোতে আঁধার কেটে রোদ পরীরা ধরল ছাতা।

আকাশ জুড়ে নীলের সাগর সেই সাগরে পাখির মেলা—
তার নিচেতে মাটির বুকে,
দেখছ না কী পরম সুখে,
প্রাণ জোয়ারে হাসছে কেমন ফুলবাহারি সকালবেলা।

প্রথম চুম

গৌতম পাল

ছোট্টো সোনা বললো কথা আজ
মা ডাকেতে থামলো সবার কাজ,
যেন ভীষণ ছন্দ এল নেমে
শীত সকালে উঠলো সবাই যেমে!

আজকে সোনা এক-পা-দু”পা ফেলে
বারান্দাতে নিজেই বেড়ায় খেলে,
রইল চেয়ে যায় সে কোথায় দেখি
হাত তুলে সে আকাশ দেখায় সে কি!

দিয়েছে মা দু”হাত সামনে মেলে
জড়িয়ে ধরবে হঠাৎ পড়ে গেলে,
হাসলে খোকা ঠিকরে পড়ে আলো
আজ খোকাকে লাগছে কত ভালো।

হিরের কুচি ছড়িয়ে পড়ে ঘরে
ছোট সোনা স্বর্ণ মেলে ধরে,
হাসির শব্দ ছড়াচ্ছে বুঁমবুঁম
মা তাকে দেয় আজকে প্রথম চুম।



ভাঙলো ভুল

রবিন কুমার দাস

জেনে ভীষণ খুশি হলাম, এটাই তোমার ইচ্ছা
বসন্তের এই প্রথম ভোরে পাঠালে শুভেচ্ছা,
রঙে রঙে রাঙিয়ে তুমি জিতলে আমার মন
তোমার রঙেই রেঙে আমি আছি সারাক্ষণ।

হরেক রঙের রঙ বাহারি ফুল ফুটলো গাছে
আজ বসন্ত বার্তা বহে আনলো আমার কাছে,
পলাশ-শিমুল-কৃষ্ণচূড়ার সাহস দেখে আমি
ঘরের বাইরে পা রেখে আজ তাইতো গেছি থামি।

এ কোন সকাল দেখছি আমি লালে লালে লাল
এমন ফুলের সমারোহ দেখিনি তো কাল!
হঠাৎ করে এই বসন্ত ছিনিয়ে নিলো জয়
মনে মনে ভাবতে থাকি কেমন করে হয়?

কোথায় ওরা লুকিয়ে রাখে নানান রঙের ফুল
কোকিল ডাকা বসন্তে তাই ভাঙলো আমার ভুল,
তাইতো আগাম চিঠি লিখে জানাই নেমস্তন্ন
পরের বছর আবার এসো তুমি আমার জন্য।



সোনার বিড়াল ও চাঁদ-সূর্যের হাতা

অরুণ শীল

গ্রামে এক ধনী ঠগলোক ছিল। সে নানারকম ফন্দি ফিকির করে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা আদায় করত। আর একজন গরিব লোক ছিল যার নাম আবু মং। পাহাড় থেকে জ্বালানি কাঠ কেটে এনে সেটা বিক্রি করে কোনওরকমে সংসার চালাত। একদিন পাহাড় থেকে কাঠ কেটে এনে আবু মং রোজদিনের মতোই তার কাঠের বোঝাটা রেখে দিলো ঠগ লোকটার বাড়ির দেওয়ালের কাছে। তারপর চা খেতে গেল পাশেরই একটা চায়ের দোকানে। সেই সময়ে ঠগ লোকটা এসে আবু মংয়ের কাঠের বোঝাটার নিচে রেখে দিলো একটা মরা বিড়াল।

চা খাওয়ার পর আবু মং তার কাঠের বোঝাটার কাছে ফিরে আসতেই ধনী লোকটা তার ঘর থেকে বেরিয়ে চিল চিৎকার জুড়ে দিলো। “কি ভয়ানক কাণ্ড, তুমি তো দেখি আমার বিড়ালটাকে চেষ্টে মেরে ফেলেছ!” আবু মং নিচু হয়ে দেখতে পেল

সত্যিই কাঠের বোঝাটার নিচে একটা মরা বিড়াল পড়ে রয়েছে। বেশি কিছু না ভেবে সে বলে বসল, “তোমাকে একটা নতুন বিড়াল দিয়ে দেবো।” লোকটা সুযোগ বুঝে বলল, “একটা? দশটা দিলেও চলবে না।” আবু মং তখন অবাক হয়ে বলল, “তোমার এটা কি এমন বিড়াল?” ঠগ লোকটা বলল, আমার সোনার বিড়ালের দুটো ভাঁটার চোখ, যখন শোয় তখন ড্রাগনের মতো। যখন বসে তখন বাঘের মতো। কেউ পাঁচশ টাকা দিলেও আমি বিক্রি করতাম না। ঠগ লোকটার তেরিয়া চেহারা দেখে তার কয়েকটি অনুচর একজোটে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আবু মংকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। কোনো উপায় না দেখে আবু মং ক্ষতিপূরণ দেবে বলে কথা দিলো। বাড়ি ফিরে আবু মং কিছুই খেলো না, শুধু বিলাপ করতে লাগল। তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, “কীসের এত দুঃখ?” আবু তখন তার স্ত্রীকে সম্পূর্ণ

ঘটনাটা খুলে বলল। শুনে তো স্ত্রী রোষের সঙ্গে বলল, “ভয় কি? আমারও এর উপায় জানা আছে। সে ঠগ আগে ক্ষতিপূরণ নিতে তো আসুক। তারপর দেখা যাবে।” আবু মং এর তৈরি করা একটা কাঠের হাতা বের করে সেটার উপর তার স্ত্রী একটা চাঁদ ও একটা সূর্য খোদাই করে রাখল। তাতে সোনালি রং লাগালো তারপর হাতলের উপর সোনার সুতো বেঁধে দিলো। দু’দিন পর ঠগ লোকটা বড় একটা থলি নিয়ে আবু মংয়ের বাড়িতে হাজির। আবু মংয়ের স্ত্রী হাতাটিকে দোরগোড়ার নিচে রাখল। বহু টাকা পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ঠগ লোকটা তাড়াহুড়ো করে আসতে আসতে হাতাটাতে পা দিলো। ঘটাং করে আঙুয়াজ হলো, হাতাটি গেল ভেঙে। আবু মংয়ের স্ত্রী অবাক হওয়ার ভান করে চৈঁচিয়ে বলল, সাহেব আপনি যে আমাদের হাতাটির দফারফা করে দিয়েছেন। ঠগ লোকটা বলল, “তা এত হৈ



চৈ কিসের? তোমাকে নতুন একটা হাতা কিনে দেবো।” আবু মংয়ের স্ত্রী বলল, একটা? দশটা হাতা দিলেও চলবে না আমার। ঠগ লোকটা বলল, কী এমন হাতা এটা তোমাদের? আবু মংয়ের স্ত্রী বলল, এটা চাঁদ ও সূর্যের হাতা। ঠগ লোকটা জিজ্ঞেস করল, চাঁদ ও সূর্যের হাতা আবার কি? আবু মংয়ের স্ত্রী মাটি থেকে হাতাটির টুকরোগুলো গুছিয়ে নিয়ে একসঙ্গে জুড়ে দিতে নিখুঁত

খোদাই করা চাঁদ ও সূর্যের আদল দেখতে পাওয়া গেল। জোরের সঙ্গে তখন আবু মংয়ের স্ত্রী বলল, আমার হাতাটা চাঁদ ও সূর্যের হাতা। এটা আকাশ থেকে পাওয়া। পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। এই হাতা দিয়ে জাউ তুললে পোলাও হয়, পোলাও তুললে সেটা কোমার হয়ে যায়। কেউ ছয়শ টাকা দিক না কেন আমাকে তাও আমি বিক্রি করব না। একথা শুনে লোকটা আবু মংয়ের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করতে লাগল। ঝগড়ার আওয়াজে

গ্রামবাসীরা একে একে এসে জড়ো হতে লাগল। তারা সব শুনে বলল, বিড়ালটা পাঁচশ টাকার, আর সূর্যের হাতাটা ছয়শ টাকার। কাজেই এখন বিড়ালের মালিকের উচিত হাতার মালিককে একশ টাকা দিয়ে দেওয়া। তাহলে বন্ধুরা বুঝতে পারলে তো --- ইট মারতে গিয়ে পাটকেল খেয়ে ঠগ লোকটা কেমন জরু হয়ে লেজ ওটিয়ে পালিয়ে গেল।

কোকিল তুমি

অলোক কুমার প্রামাণিক

শীত ফুরালে গীত জুড়েছো
কোকিল তুমি এসে
মাঠ পেরিয়ে সুরের ডালি
আসছে শুনি ভেসে।

ভোরের আগে নতুন রাগে
ধরছো এখন গান
ঘুম’টা ভাঙে সেই সে গানে
যায় জুড়িয়ে প্রাণ।

রঙ’টা কালো দেখতে ভালো
চোখ’টি তোমার লাল
লুকিয়ে থেকে উঠছো ডেকে
বুনছো সুরের জাল।

কোথায় ছিলে, উড়ে এলে
গানের পাখি তুমি,
তোমার আসায় উঠল মেতে
ফাগুন দিনে ভূমি।

আমাদের ছোটকা

অনিল কুমার নাথ

আমাদের ছোটকা
এয়াসা বড় পেটখানা
(যেন) হস্তার পাঁচুদার
সিঁদলের মটকা।

আমাদের ছোটকা
ছেলেবুড়ো বেবাকের
পেটের ব্যামোয় দেন
নুনপড়া টোটকা

আমাদের ছোটকা
সেদিন কী হলো জানো?
বুনো হাতির পঁাত খুললেন
মেরেই তুখোড় বাঁটকা।

বদ মেজাজি ছোটকা পালিয়ে বাঁচবি?
সে উপায় নেই
কোজাগরি রাতে ফোঁটাস যদি
একটাও বাজি পটকা।

ছবি পাগল এ ছোটকা
ছবি দেখলেই হাঁকেন, বুবুন
নে ধর এটাকে শিগগির
ওই পূর্বের দেয়ালে লটকা।

জল দৈত্য

■ সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ■



সমুদ্রের অনন্ত জলরাশির মাঝে লুকিয়ে রয়েছে নানান রহস্যময় জীব। সেই রহস্যময় জীবের সন্ধানে বছরের পর বছর বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সমুদ্র বিজ্ঞানীরা যখন সেই সমস্ত জীবের রহস্য উন্মোচন করেন আমাদের বিশ্বয়ে হতবাক হয়ে পড়ি। আবার কখনো কখনো সমুদ্রই তার চেয়েও মাঝামাঝি এমন সমস্ত রহস্যময় জীবের সন্ধান দেয় যা কল্পনাতীত। সম্প্রতি, এক ক্যালিফোর্নিয়ার বৈদ্যার নামে এক ব্যক্তি ক্যালিফোর্নিয়ার ব্ল্যাক স বিচ ধরে প্রাচীনকালের সময় অদ্ভুত সামুদ্রিক জীবের সন্ধান পান। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া সান দিয়েগোর স্ক্রিপস ইনস্টিটিউশন অফ ওশানোগ্রাফির বিজ্ঞানীরা দ্রুত মাছটিকে শনাক্তকরণও করেন। বিজ্ঞানীদের কাছে অপরিচিত না হলেও এমন জীবের সঙ্গে পরিচিত নন অনেকেই। বিশাল আকৃতির গোলাকার মাছের মতো চেহারা, আবার তার মাথায় একটি শুঁড়ও রয়েছে। দাঁত দেখলে মনে হয় যেন ছুরির ফলা। দানবাকৃতি এই মাছের নাম ‘ফুটবল ফিশ’। বিজ্ঞানসম্মত নাম হিম্যান্টোলোফিডে। কেউ কেউ মাছটিকে আবার গভীর জলের দৈত্যও আখ্যা দিয়েছেন। ১৮৩৭ সালে জোহান রেইনহার্ড নামে এক বিজ্ঞানী প্রথম আবিষ্কার করেন জীবটিকে। সমুদ্রে ৩০০০-৪০০০ মিটার গভীরতায় দেখা মেলে। ছোটো ছোটো জলজ প্রাণীদের কাছে এই জীবটি মুর্তিমান আতঙ্ক। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত সমস্ত সমুদ্রেই দেখা যায়। জল দৈত্য বা ফুটবল ফিশের গোলাকার বা ডিম্বাকৃতির দেহ রয়েছে যা দেখতে ফুটবলের মতো। এদের দাঁত খুব ধারালো এবং দেহে কালো বা বাদামি আঁশ রয়েছে। স্ত্রী মাছগুলি প্রায় ৬০ সেমি লম্বা এবং ওজন প্রায় ১১ কেজি। মহিলাদের তুলনায় পুরুষ মাছগুলি অনেক ছোট, দৈর্ঘ্য মাত্র ৪ সেমি। মাছগুলির গোলাকার শরীর হাড়ের প্লেট দিয়ে জড়ানো, প্রতিটিতে একটি কেন্দ্রীয় মেরুদণ্ড রয়েছে। মাথার উপর রয়েছে শুঁড়ের মতো অংশ আর সেই শুঁড় বা “ফিশিং-রডে” রয়েছে প্রজ্বলিত বাষ্পের মতো একটি অংশ। অংশটি অন্ধকার অতল গহ্বরে ছোট মাছকে আকর্ষণ করতে ব্যবহার করে মাছগুলি। পুরুষের আকার ছোট হওয়া সত্ত্বেও, এরা পরজীবী নয়, অন্যান্য অনেক অ্যাপলারফিশের পুরুষদের থেকে ভিন্ন। গত বছরের শুরুতেও ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে একটি মৃত ফুটবল ফিশের বা জল দৈত্যের কথা শোনা গিয়েছিল। গভীর সমুদ্র ছেড়ে কেন তারা উপকূলে এসে মৃত্যুকে বরণ করে নিচ্ছে, সেই রহস্য উন্মোচন করাই এখন গবেষকদের মূল লক্ষ্য।

খেলার খবর

রুদ্দ্বাশ্বাস লড়াইর সমাপ্তি টাইব্রেকারে

নবম আই এস এলে চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান

গোয়া,১৮ মার্চ : নবম আই এস এলের ফাইনালের শ্বাসরুদ্ধকর লড়াইয়ে জিতলো মোহনবাগান। গোয়ার ফতোরদা স্টেডিয়ামে তারা টাইব্রেকারে পরাজিত করে বেঙ্গালুরুকে। ম্যাচের ফল ৬-৫। নির্ধারিত সময় ম্যাচ ছিলো ২-২। এবার নিয়ে মোহনবাগান টুফি জিতলো চারবার। তাদের চতুর্থ বার টুফি জয়ে টাইব্রেকারে মুখ্য ভূমিকা নিলেন গোলরক্ষক বিশাল কাইত। টাইব্রেকারে তখন ২-২। কিন্তু বিশাল আটকে দিলেন ফরেনার শট। আর এখানেই এগিয়ে বেল বাগান।

ফাইনালে মাঠে নামার আগে পর্যন্ত দুই দল মুখোমুখি হয়েছে মোট ছয়বার। তার মধ্যে চারবারই জিতেছে মোহনবাগান। একবার বেঙ্গালুরু জয় পায়। একটি ম্যাচে ড্র হয়েছে। এবার প্রথম মুখোমুখিতে দিমিত্রিস পেত্রাতোসের গোলে জিতেছিল মোহনবাগান। ফিরতি লিগে ২-১ গোলে জয় পায় বেঙ্গালুরু। শনিবার গোয়ার ফতোরদা স্টেডিয়ামে ম্যাচের প্রথম মিনিটেই চোট পান বেঙ্গালুরুর স্ট্রাইকার শিবশক্তি। প্রাথমিক ধাক্কা খায় বেঙ্গালুরু। শুরুতেই চোট পেয়ে মাঠ ছাড়় শিবশক্তির জায়গায় নামেন সুনীল ছেত্রী। ম্যাচের



চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান দল।

শুরুর থেকেই আক্রমণে যায় মোহনবাগান, বেঙ্গালুরু। এই সময় আক্রমণ প্রতিআক্রমণে ম্যাচ দারুণ জমে উঠে। দু'দলই চাইছিল বল পায়ের রেখে আক্রমণে যেতে। ম্যাচের পাচ মিনিটে আক্রমণাধ্বক হয়ে যায় মোহনবাগান। বা প্রান্ত ধরে আক্রমণে উঠা আশিককে বঙ্গের মধ্যে ঢাকল করেন জনসন। সুযোগ নষ্ট হয়। ম্যাচের ছয় মিনিটে গোল করার সুযোগ ছিল মোহনবাগানের

সামনে। খচগো বৌসান বেঙ্গালুরুর বঙ্গে ঢুকে পড়েন। তবে সুযোগ কাজে লাগতে পারলেন না এই ফুটবলার। ম্যাচের দশ মিনিটে পালটা আক্রমণে বেঙ্গালুরু। রয়কৃষ্ণর ক্রস থেকে বাই সাইকেল কিক নেন জাভি। তবে রক করলেন শুভাশিস। ম্যাচের ১৫ মিনিটে কর্নার সেভ করতে গিয়ে বঙ্গে হাটবল করেন রয়কৃষ্ণ। ফলে রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ দেন। পেত্রাতোস কোনও ভুল করেননি।

দিমিত্রি পেত্রাতোসের গোলে ১-০ গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। ম্যাচের ১৮ মিনিটে আবার আক্রমণ সবুজমেরুগের। তবে বঙ্গের ভিতর আবার তা ব্লিয়ার করেন বিপক্ষের এক নেন জাভি। এই সময় মোহনবাগানের একাধিক আক্রমণ বঙ্গে ভালগোল থাকিয়ে যাচ্ছিল। ম্যাচের ২৪ মিনিটে বেঙ্গালুরুর জাবির ফ্রিকিক সেভ করেন মোহনবাগানের গোলরক্ষক। প্রথমার্ধের

খেলার শেষ দিকে বিপক্ষের রক্ষণভাগে চাপ সৃষ্টি করে বেঙ্গালুরু। ডান প্রান্ত থেকে ফ্রিকিক নেন বেঙ্গালুরুর জাবি হার্নান্ডেজ। শেষ মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে সেভ করেন বিপক্ষের গোলরক্ষক। প্রথমার্ধের ইঞ্জুরি টাইমে পেনাল্টি পায় বেঙ্গালুরু। পেনাল্টি থেকে গোল করতে ভুল করেন সুনীল ছেত্রী। ম্যাচে সমতা আনে বেঙ্গালুরু (১-১)।

প্রথমার্ধে মোহনবাগান বল দখল ও আক্রমণে এগিয়ে থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে বেঙ্গালুরু আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করে। একের পর এক চাপ সৃষ্টি করে তারা। ম্যাচের ৭৮ মিনিটে রয় কৃষ্ণের গোলে এগিয়ে যায় বেঙ্গালুরু (২-১)। ম্যাচের ৮৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে মোহনবাগানকে সমতায় ফেরান পেত্রাতোস (২-২)। ম্যাচে এটি তার দ্বিতীয় গোল। ম্যাচের নির্ধারিত সময়ের খেলা ২-২ গেলে শেষ হয়। ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। অতিরিক্ত সময়ে কোন গোল না হলে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে মোহনবাগান ৬-৫ গোলে জয় পায়। সেই সাথে জয় করে নেন নবম আই এস এলের শিরোপা। এই জয় অবশ্যই বাংলার ফুটবলকে নতুন করে অঙ্গিনে জোগাবে।

মুম্বাই'র পরাজয়

মুম্বাই। ১৮ মার্চ : মহিলাদের গ্রিনিয়ার লিগে হরমনপ্রীত কৌরের মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের জয়ের ধারা থামল। আসরে প্রথম পরাজয়ের স্বাদ পেল পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা মুম্বাই। শনিবার মুম্বাইকে ৫ উইকেটে হারিয়ে দেয় ইউ পি ওয়ারিয়ার্স।

এদিন ডি ওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে ডাবল হেডারের প্রথম ম্যাচে মুম্বাই টস হেরে প্রথমে ব্যাট পিয়ে সব উইকেট হারিয়ে ব্যাটিং বার্থতায় ১২৭ রান ভুলতে সক্ষম হয়। হেইলি ম্যাথুড (৩৫), হরমনপ্রীত কৌর (২৫) ও উসি ওং (৩২) ছাড়া বাকিরা দুই সংখ্যার রান করতে পারেনি। ইউ পি'র সোফি এক্সেলসন ৩টি উইকেট পান।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইউ পি ৩ বল বাকি থাকতেই ৫ উইকেটের বিনিময়ে ১২৯ রান তুলে নেয়। তালিলা ম্যাকগ্রা ৩৮, প্রেস হারিস ৩৯, সোফি ১৬ ও দীপ্তি ১৩ রান করে দলকে জয় এনে দেন।

রোনাল্ডো, পেপেকে রেখেই পর্তুগাল দল



১৮ মার্চ: বিশ্বকাপের পর জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়ার কথা জানাননি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তবে বিশ্বকাপের পর থেকেই বয়সের জন্য পর্তুগাল দলে রোনাল্ডো থাকবেন কিনা তা নিয়ে একটা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সাথে পেপেরও। কিন্তু তাদের দু'জনে উপরই ভসরা রাখলো পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশন। দুই অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে রেখেই সাজানো হয়েছে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাইয়ের পর্তুগাল দল।

পর্তুগালের কোচ হওয়ার পর শুক্রবার প্রথমবারের মতো দল ঘোষণা করেছেন রবের্তো মার্তিনেস। স্প্যানিশ এই কোচের ২৬ সদস্যের দলে সেই অর্থে নেই কোনো চমক।

বাছাইয়ে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আগামী শুক্রবার পর্তুগালের প্রতিপক্ষ লিখটেনস্টাইন। পরের ম্যাচে আগামী ২৭ মার্চ তারা খেলবে লুক্সেমবার্গের বিপক্ষে।

পর্তুগাল ও আন্তর্জাতিক ফুটবলের সবেঁকি গোলেস্কোরার রোনাল্ডোর জন্য গত বিশ্বকাপ ছিল হতাশাজনক। তার দল বিদায় নেয় কোয়ার্টার-ফাইনালে থেকে। আসরে মাত্র এক গোল করা এই তারকা শেষের দুই ম্যাচে শুক্রর একাদশে জায়গা হারান। ওই সময়ের কোচ স্কের্নান্দো সান্তোসের সঙ্গে বনিবনাও ঠিকঠাক হচ্ছিল না বলে সংবাদমাধ্যমে খবর এসেছিল।

বিশ্বকাপের পর সান্তোস সরে গেলে তার স্থলাভিষিক্ত হন মার্তিনেস। এর পর তিনি বলেছিলেন, তার পরিকল্পনায় আছেন ৩৮ বছর বয়সি রোনাল্ডো।

দলে জায়গা ধরে রেখেছেন অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার পেপে। ৩৯ বছর বয়সি এই ফুটবলারও ছিলেন কোচ তার বিশ্বকাপের দলে। এছাড়াও দলে ডাক পেয়েছেন বিশ্বকাপ চলাকালীন চোটে ছিটকে যাওয়া দুই ডিফেন্ডার নুনো মেদেস ও দানিয়েল পেরেইরা।

আজ বিশাখাপত্তনমে দ্বিতীয় একদিবসীয় ম্যাচ

এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিততে মুখিয়ে রোহিত, জাদেজারা

বিশাখাপত্তনম, ১৮ মার্চ : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচের অধিনায়ক ছিলেন হার্ডিক পাণ্ডিয়া। দ্বিতীয় ম্যাচে রোহিত শর্মা দলে ফিরতেই নেতৃত্বের বাটন ছেড়ে দিতে হলো হার্ডিককে। তিনি ফের সহ-অধিনায়কের ভূমিকায় ফিরে গেলেন। রবিবার বিশাখাপত্তনমে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় ওডিআই ম্যাচে ভারতীয় দলের নেতৃত্বে থাকবেন রোহিতই। এই ম্যাচ জিতলেই তিন ম্যাচের একদিবসীয় সিরিজ জিতে নেবে ভারতীয় দল। মুম্বাইয়ে আয়োজিত প্রথম একদিবসীয় ম্যাচে জিতেছিল ভারতীয় দল। এদিকে বিশাখাপত্তনমের ম্যাচের টিকিট চাহিদা তুলে।

একদিবসীয় বিশ্বকাপের আগে এই সিরিজ ভারতীয় দলের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম ম্যাচে জয় পাওয়ার পর ভারতীয় দলের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছে। কে এল রাহুল ফর্মে ফেরায় ভারতের ব্যাটিং লাইনআপ নিয়ে বিশেষ চিন্তা নেই। রবিবারও খেলবেন রাহুল। তবে রোহিত দলে ফেরায় জায়গা ছেড়ে দিতে হবে পারে ঈশান কিষানকে।

অবশ্য ভারতীয় দল যদি রাহুলকে লক্ষ্যে খেলতে নামবেন। ওয়াংখেডেতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখান অস্ট্রেলিয়ার পেসার মিচেল স্টার্ক। তিনি ফিরিয়ে দেন বিরাট, শুভমান ও সূর্যকুমার যাদবকে। রবিবার স্টার্কের বোলিং সামাল দেওয়াই বিরাট-রোহিতদের প্রধান লক্ষ্য থাকবে। বী হাতি পেসারদের বিরুদ্ধে ভারতের ব্যাটারদের দুর্লভতা নতুন কিছু নয়। বিশ্বকাপের আগে এই দুর্লভতা কাটিয়ে উঠতে হবে ভারতের ব্যাটারদের।

হাটুর চোট সারিয়ে টেস্ট সিরিজে ভারতীয় দলে ফিরে আসার পর পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন রবীন্দ্র জাঙ্গিয়া। শুক্রবার ৮ মাস পর প্রথম একদিবসীয় ম্যাচে খেলতে নেমেই সিরিজের প্রথম ম্যাচে খেলার সুযোগ পান সূর্যকুমার। নাগপুরে তার টেস্টে অভিষেক হয়। কিন্তু সেই ম্যাচে তিনি নেওয়ার পর ব্যাটিং করতে নেমে ৪৫ রানে অপরাধিত থাকেন জাঙ্গিয়া। রাহুলের ফর্মে ফেরা এবং জাদেজার ১০০ শতাংশ ফিট হয়ে উঠাই ওয়াংখেডেতে ভারতের সবচেয়ে বড় রান না করেই আউট হয়ে যান সূর্যকুমার। তিনি চলতি বছরে ওডিআই বার্থ হয়েছে। বিশাখাপত্তনমে শুভমান



গিল, বিরাট কোহলিরা বড় স্কোরের লক্ষ্যে খেলতে নামবেন। ওয়াংখেডেতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখান অস্ট্রেলিয়ার পেসার মিচেল স্টার্ক। তিনি ফিরিয়ে দেন বিরাট, শুভমান ও সূর্যকুমার যাদবকে। রবিবার স্টার্কের বোলিং সামাল দেওয়াই বিরাট-রোহিতদের প্রধান লক্ষ্য থাকবে। বী হাতি পেসারদের বিরুদ্ধে ভারতের ব্যাটারদের দুর্লভতা নতুন কিছু নয়। বিশ্বকাপের আগে এই দুর্লভতা কাটিয়ে উঠতে হবে ভারতের ব্যাটারদের।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচে খেলার সুযোগ পান সূর্যকুমার। নাগপুরে তার টেস্টে অভিষেক হয়। কিন্তু সেই ম্যাচে তিনি নেওয়ার পর ব্যাটিং করতে নেমে ৪৫ রানে অপরাধিত থাকেন জাঙ্গিয়া। রাহুলের ফর্মে ফেরা এবং জাদেজার ১০০ শতাংশ ফিট হয়ে উঠাই ওয়াংখেডেতে ভারতের সবচেয়ে বড় রান না করেই আউট হয়ে যান সূর্যকুমার। তিনি চলতি বছরে ওডিআই বার্থ হয়েছে। বিশাখাপত্তনমে শুভমান

পারেননি। তবে ভারতীয় দল তাকিয়ে রয়েছে সূর্যকুমারের রানে ফেরার দিকে। শ্রেয়াস আইয়ার চোট সারিয়ে কবে দলে ফিরবেন সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়। ফলে আগত ভারতের হয়ে ৪ নম্বরে ব্যাটিং করবেন সূর্যকুমারই। ওয়াংখেডেতে ভারতের দুই পেসার মহম্মদ শামি ও মহম্মদ সিরাজ দুর্দান্ত পাত ফর ম্যান্স দেখিয়েছেন। ফলে ভারতের বোলিং বিভাগ নিয়ে বিশেষ চিন্তা নেই।

এদিকে সিরিজ সমতা ফেরানোর লক্ষ্যে আগামীকাল ভারতের বিরুদ্ধে জয় পাওয়ার জন্য পুরো শক্তি নিয়েই মাঠে নামবে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ম্যাচে ব্যাটিং বার্থতার কারণেই হেরে গিয়েছিল শিম্বরা। সেই বার্থতা কাটিয়েই মাঠে নামবে অস্ট্রেলিয়া। পিচিয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়ার সব সময়ই ভয়ঙ্কর। তার উপর দলের নেতৃত্বে রয়েছেন অভিজ্ঞ শিম্বা। তাই লড়াইয়ে ফিরতে মরিয়া অস্ট্রেলিয়ানদের হালকাভাবে নিতে চাইছেন না রোহিতরা।

আয়ারল্যান্ড সফরে যাচ্ছে ভারতীয় দল

মুম্বাই, ১৮ মার্চ : পরপর দু-বছর আয়ারল্যান্ড সফরে যাচ্ছে ভারতীয় দল। বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে ক্রিকেট আয়ারল্যান্ডের তরফে। চলতি বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে আয়ারল্যান্ড সফর করবে ভারতীয় দল। ২০২২ সালেও আয়ারল্যান্ড সফরে গিয়েছিল ভারতীয় দল। সেবার টি-২০ সিরিজে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। ২০২২ সালের জুনের পর ফের ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুখোমুখি হবে দুই দল। পাশাপাশি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ওয়াশিংটন সিরিজের ঘোষণাও করা হয়েছে আয়ারল্যান্ড বোর্ডের তরফে।

বাংলাদেশের মুখোমুখি হলে আয়ারল্যান্ড। মে মাসে দেখা হবে এই সিরিজ। সিরিজের খেলাগুলো হবে চেমসফোর্ডে। যদি অন্যান্য সিরিজের ফলাফল

আয়ারল্যান্ডের অনুকূল থাকে, তাহলে বাংলাদেশকে ৩-০ ফলে হারাতে পারলেই ভারতে বছরশেষে অনুষ্ঠিত হতে চলা ওয়াশিংটন বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র নিশ্চিত করবে তারা।

ক্রিকেট আয়ারল্যান্ডের চিফ এক্সিকিউটিভ ওয়ারেন ডিউটম ভারত এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই সিরিজ নিশ্চিত করেছেন। পাশাপাশি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলার বিষয়টিও নিশ্চিত করেছেন তিনি। গত বছর হার্ডিক পাণ্ডিয়ার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল গিয়েছিল আয়ারল্যান্ড সফরে। সেবার ভারত ২-০ ফলে সিরিজ জিতেছিল। সিরিজের ফলাফল দেখে বোঝার উপায় না থাকলেও সিরিজে হাড্ডাহাড়ি লড়াই হয়েছিল।

ছিটকে গেল আর্সেনাল, কোয়ার্টারে স্পোর্টিং-রোমা-জুভেন্টাস-ম্যান ইউ

এমিরেট, ১৮ মার্চ : এমিরেটস স্টেডিয়ামে ইউরোপা লিগের ম্যাচে আর্সেনালকে হারিয়ে দিল পর্তুগিজের ক্লাব স্পোর্টিং। টাইব্রেকারে জয় পায় পর্তুগিজ ক্লাবটি। আর্সেনালকে ৫-৩ ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে স্পোর্টিং। গত ৯ মার্চ ইউরোপা লিগের শেষ বোলার প্রথম লেগে স্পোর্টিংয়ের মাঠ থেকে ২-২ গোলের সমতা নিয়ে ফিরেছিল আর্সেনাল। তবে নিজদের ঘরের মাঠে দ্বিতীয় লেগে সেই সুবিধাকে কাজে লাগাতে পারেনি গানাররা।

যদিও তারা চেষ্টা চালিয়েছিল। ৫৩ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে ১৩টি শট বসে জাকা-মার্টিনেল্লারা। যার মধ্যে ৯টি শটই ছিল লক্ষ্য বরাবর। বিপরীতে স্পোর্টিংয়ের ১৫ শটের মধ্যে মাত্র দুটি ছিল অন টার্গেট ছিল। ঘরের মাঠে ম্যাচের ১৯ মিনিটেই এগিয়ে গিয়েছিল আর্সেনাল। মাঝমাঠ থেকে গুলেকসাদার জিনচেফের বার্ডানো লম্বা পাস দখলে নিয়ে দ্রুত গতিতে প্রতিপক্ষের ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি। ওয়ান অন ওয়ান পজিশনে তিনি অবশ্য বার্ষ বন স্পোর্টিংয়ের গোলরক্ষক অ্যান্ড্রিও আদানকে পরাস্ত করতে। তবে স্প্যানিশ গোলরক্ষক বল পুরোপুরি ক্রিয়ার করতে পারেননি। বাক্সের মধ্যেই বল পেয়ে যান আর্সেনালের মিডফিল্ডার জাকা। দ্রুত গতিতে ছুটে এসে তিনি গোল করতে ভুল করেননি।

তবে এরপর স্পোর্টিং-এর গোলরক্ষক পরবর্তীতে একের পর এক আক্রমণ বাঁচিয়ে দেন। এদিকে স্পোর্টিং সমতায় ফেরে ম্যাচের ৬২ মিনিটে। মাঝমাঠে প্রতিপক্ষের ফুটবলারদের থেকে বল কেড়ে নিয়ে সেখান থেকেই গোলের উপদেশে লম্বা শট নেন গঞ্চালভেস। তার দুর্দান্ত শট জালে জড়ান। আর্সেনালের গোলরক্ষক কিছুটা এগিয়ে আসা লক্ষিয়ে বার্লের নাগাল পাননি। এ গোলই বদলে দেয় ম্যাচের চেহারা।

এরপর নির্ধারিত সময় এবং অতিরিক্ত সময়ের খেলা শেষেও কোনও দল আর গোল করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। যেখানে প্রথম তিন শট পর্যন্ত লড়াইয়েই ছিল স্বাগতিকরা। জেরেমিয়াহর বিপরীতে মার্টিন ওভেগাডা, রিকার্দো এসগাইয়োর বিপরীতে বুকায়ো সাকা এবং গঞ্চালো ইনাইচিও বিপরীতে স্পটকিক নিতে এসে

লিয়ান্দ্রো ট্রোসাট সফল হন। কিন্তু স্পোর্টিংয়ের অর্থাৎের বিপরীতে আর্সেনালের হয়ে চতুর্থ শটটি নিতে এসে বার্ষ হন মার্টিনেল্লি। এরপর নুনো সান্তোস স্পটকিকে সফল হলে নিশ্চিত হয়ে যায় আর্সেনালের বিদায়। কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট পাকা করে নেয় পর্তুগালের স্পোর্টিং। এদিকে ইউরোপা লিগের শেষ বোলার দ্বিতীয় লেগে ফ্রাইবুর্গের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে জয় পেয়েছে জুভেন্টাস। তিনতে দুই লেগ মিলিয়ে ৩-০ গোলে এগিয়ে থেকে ইউরোপা কাপের কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে জুভেন্টাস। অন্য ম্যাচে রিয়াল সোসিডাদকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে রোমা। অন্য একটি ম্যাচে ইউনিয়ন বার্লিনকে ৩-০ উড়িয়ে দিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট পেয়েছে ইউনিয়ন স্যান্ট গিলেইস। স্টাইকারকুসেন, ম্যাফেস্টার ইউনাইটেডও কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করেছে।

হল্যান্ড দলে নতুন মুখ পাঁচ

১৮ মার্চ: দ্বিতীয় মোসো হল্যান্ডের কোচ হওয়ার পর নিজের প্রথম দলে নতুনদের সুযোগ দিলেন রোনাল্ড কুমান। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাইয়ের স্কোয়াডে ডাক পেলেন পাঁচ নতুন মুখ।

চলতি মাসের শেষের দিকে বাছাইয়ে ফ্রান্স ও জির্জান্টারের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য শুক্রবার দল দিয়েছেন কুমান। প্রথমবারের মতো জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন ডিফেন্ডার লুশ্ভায়েল বিখটভা, মিডফিল্ডার মার্স ভিথার ও গোলরক্ষক বার্ট ভেরকরহেন। স্কোয়াডে আছেন এখনও অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা ডিফেন্ডার স্ফেন বটমান ও স্ট্রাইকার ব্রিয়ান ব্রবি। দলে ফিরেছেন অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার জর্জিনিয়ো ভেন্ডেলভাডা। চোটের কারণে গত বিশ্বকাপে খেলতে পারেননি ৩২ বছর বয়সী এই ফুটবলার। পিএসজি থেকে এই মরুপে ধারে রোমায় খেলছেন তিনি।

চমক জাগিয়ে কাতার বিশ্বকাপ দলে ইয়াসপের সিলেসেনকে রাশেননি ডাচদের সেই সময়ের কোচ লুইস ফন খাল। ৩৩ বছর বয়সী গোলরক্ষককে ফেরালেন কুমান।

মহিলা বিশ্বকাপে বাড়ছে প্রাইজমানি

১৮ মার্চ : ২০২৩ মহিলা বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রাইজ মানি বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ার্জি ইনফান্তিনো। আসছে আসরে প্রাইজ মানি হবে ১৫ কোটি ডলার, ২০১৫ আসরের চেয়ে যা ১০ গুণ এবং ২০১৯ আসরের চেয়ে ৩ গুণ বেশি।

এই অঙ্ক যদিও কাতারে গত বছর অনুষ্ঠিত পুরুষদের বিশ্বকাপে দেওয়া ৪৪ কোটি ডলার প্রাইজ মানির তুলনায় এখনও অনেক কম।

রয়ান্ডার রাজধানী কিগালিতে বৃহস্পতিবার ফিফা কংগ্রেসে পুনরায় সংস্থার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর মেয়েদের বিশ্বকাপে প্রাইজ মানি বাড়ানোর কথা জানান ইনফান্তিনো। তিন ধাপের পরিকল্পনা তুলে ধরেন তিনি।

প্রথম ধাপ হলো, বিশ্বকাপে খেলা পুরুষ ও নারীদের জন্য শর্ত এবং পরিবেশা হবে সমান, যেমন আবাসন ও ফ্লাইট।

দ্বিতীয় ধাপ, আগামী বছরের ২০ জুলাই নিউ জিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপে নারী দলগুলির 'ডেভিডকেটেড' বেস ক্যাম্প থাকবে।

ইনফান্তিনো বলেন, তৃতীয় ধাপ হবে সবচেয়ে জটিল এবং মেয়েদের খেলার জন্য একটি 'ডেভিডকেটেড' মার্কেটিং কৌশল অনুষ্ঠিত করা হবে। “আমাদের মিশন ২০২৬ পুরুষ এবং ২০২৭ নারী বিশ্বকাপের জন্য অর্থ প্রদানে সমতা রাখতে সক্ষম হবে।”

তিন নতুন মুখ ফ্রান্স দলে

১৮ মার্চ : চেলসির হয়ে সাম্প্রতিক সময়ে দারুণ পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেলে ভেসলে ফেফানা। প্রথমবার ফ্রান্স দলে জায়গা করে নিলেন ২২ বছর বয়সী সেন্টার-ব্যাক। ২০২৪ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাইয়ে হল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য বৃহস্পতিবার ২৩ সদস্যের দল দিয়েছেন ফ্রান্স কোচ দিদিয়ের দেশম। দলে নতুন মুখ আছেন আরও দুজন- নিসেস মিডফিল্ডার কিফহেন থুরাম ও লসের গোলরক্ষক ব্রিস সাহা।

ফ্রান্সের ১৯৯৮ বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য লিলিয়ান থুরামের ছেলে কিফহেন থুরাম। তার ভাই মার্কাস থুরামও আছেন ডাচ লিগে। এরপর ২৭ মার্চ তারা খেলবে আয়ারল্যান্ডের মাঠে।

বিশ্বকাপে পর ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে টাইব্রেকারে হেরে যায় ফ্রান্স। বৈশ্বিক আসরের পর এই প্রথম দল ঘোষণা করলেন দেশম। এতে পরিবর্তন আনেননি খুব একটা। দেশের 'রেকড' গোলদাতা অর্জিডিয়ে জিরদকেও দলে রেখেছেন ফরাসি কোচ। বিশ্বকাপের পর জাতীয় দল থেকে অবসর না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ৩৬ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। বিশ্বকাপের পর আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানান অধিনায়ক ও গোলরক্ষক উগো লরিস। আসছে দুই ম্যাচের দল ঘোষণার পর দেশম জানান, নতুন অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে আছেন পিএসজি ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপে। আগামী ২৪ মার্চ ঘরের মাঠে হল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ইউরো বাছাই শুরু করবে ফ্রান্স। এরপর ২৭ মার্চ তারা খেলবে আয়ারল্যান্ডের মাঠে।

একদিবসীয় ক্রিকেটের নিয়ম পাল্টানোর প্রস্তাব শচীন

১৮ মার্চ : ক্রিকেটের একদিনের ফর্ম্যাট বদল নিয়ে সরব হলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার শচীন তেডুলকর। এই একই বিষয় নিয়ে এর আগেও সরব হয়েছিলেন আরও এক প্রাক্তন ক্রিকেটার রবি শাস্ত্রী। মাস্টার ব্লাস্টারের মতে একদিনের ক্রিকেট ফর্ম্যাট ক্রমশ খারাপ হয়ে উঠছে। তিনি এই ফর্ম্যাটের ক্রিকেটের নিয়মের বদলের দাবিও তুলেছেন। একইসঙ্গে তিনি উ পায়ও বলে দিয়েছেন, আগামীদিনে কীভাবে খেলা হবে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট আসার পর ক্রমশ জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে একদিবসীয় ক্রিকেটের। ফলে ওডিআই ক্রিকেটের উদ্ভাদনা ফিরিয়ে আনতে নিয়ম বদলের প্রস্তাব দিয়েছেন মাস্টার ব্লাস্টার।

সম্প্রতি শচীন তেডুলকর একটি অনুষ্ঠানে এসে একদিনের ক্রিকেটে নতুন ফর্ম্যাট চালু করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, “একটা ম্যাচকে চার ভাগে ভাগ করা উচিত। ইনিংস ২৫ ওভারে করতে হবে। টেস্ট ক্রিকেট ঠিক যেভাবে হয়, সেভাবেই করতে হবে। তবে টেস্ট ক্রিকেটে ২০টি উইকেট



তুলতে হয়, এখানে ১০টি উইকেট তুললেই চলেবে। ইউ ইনিংস মিলিয়ে মোট ১০টি উইকেট নিতে হবে। কেউ যদি প্রথম ইনিংসে আউট হয় তাহলে সে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে পারবে না।” নতুন এই ফর্ম্যাট চালু করার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। এই কিংবদন্তি ব্যাখ্যা করার বলেন, “আমরা শ্রীলঙ্কায় একটি ম্যাচ খেলতে গিয়েছিলাম। সেখানে ১৮ ওভার হয়ে গেলেও কোনও ফলাফল হয়নি। প্রথম দিন শ্রীলঙ্কা ব্যাট করার পর ১০ ওভার ব্যাট করে ভারত। আর তারপরই বৃষ্টি হওয়ায় ম্যাচ বন্ধ হয়। দ্বিতীয় দিনেও

শচীন, সৌরভরা তো এত চোটে পড়েনি

কোহলি আমাকে ভুল প্রমাণ করেছে, সেওয়াগ



দিল্লি, ১৮ মার্চ : ভারতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার বীরেন্দ্র সেওয়াগ বেনজিরভাবে আক্রমণ করলেন বর্তমান ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের। যে সকল ক্রিকেটাররা জিএস গিয়ে অতিরিক্ত ওজন তোলেন তাদের বিরুদ্ধেই মূল অভিযোগ তাঁর। তিনি মনে করেন, ভারতীয় ক্রিকেটারদের ঘন ঘন চোট পাওয়ার পিছনে জিমে গিয়ে অতিরিক্ত ওজন তোলা অনাতন প্রধান কারণ।

প্লোরায়দের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের পারফরম্যান্স কোচ বসু শঙ্করের তীব্র নিন্দা করেছেন তিনি। সকল ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি এবং সমান ভার তোলার বিষয় ঠিক করে রাখার জন্য সেওয়াগের রায়ে পড়েন তিনি। যখন বীর পাঞ্জাব কিসে দলের মেন্টর ছিলেন সেই সময় রবিচন্দ্র অশ্বিনের সঙ্গে তাঁর একটি কথোপকথনের কথা স্মরণ করে বলেন, “বসু শঙ্কর বহু বছর ধরে ভারতীয় দলের সঙ্গে আছেন। সব ক্রিকেটারদের জন্য একই তালিকা তৈরি করেছে। কেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন এক বিরাট কোহলির জন্য একই তালিকা ঠিক করা হবে? প্রশ্ন তোলােন বীর।”

সেওয়াগ আরও বলেন, “অশ্বিন যখন কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব দলে ছিল, তখন আমাকে বলেছিল ক্রিন-এন্ড-জার্ক ওয়ার্কআউট করছে। কারণ এটি ট্রেন্ড।” তিনি আরও বলেন, “ক্রীড়াবিদদের ছোট থেকেই ক্রিন-এন্ড-জার্ক ওয়ার্কআউট অনুশীলন করানো হয়। তাও তারা চোট পায়। তাহলে ক্রিকেটার যখন ৩০ বছরের বেশি বয়সের এই ওয়ার্কআউট করলে তখন কী হবে? এই ওয়ার্কআউটের কারণেই অশ্বিন এবং অক্ষর উভয়েরই হাঁটুতে সমস্যা হয়।”

বর্তমানে ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের চোট সেরে উঠতে বেশ সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বিশেষ করে জসপ্রীত বুমরাহ এখনও চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরতে পারেননি। রবীন্দ্র জাদেজার ফিট হতেও অনেকটা সময় লেগেছে। এই প্রসঙ্গে সেওয়াগ বলেন, “আমাদের সময় আমরা কোনও জিম সেন্টার। কিন্তু তারপরও আমরা সারাদিন ক্রিকেট খেলতে পারতাম। এটা বিরাট কোহলি করতে পারে। তবে সবাই

বিরাট কোহলি নয়। নির্দিষ্ট ক্রিকেটারকে নিজের বীরেন্দ্র উপর ভিত্তি করে একটি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম ঠিক করতে হবে। শচীন তেডুলকর, এমএস ধোনি, রাহুল দ্রাবিড়, জিএস লক্ষ্মণ, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং যুবরাজ সিং- এর মতো ক্রিকেটাররা তাদের খেলার জীবনে খুব কমই চোট পেয়েছে। ক্রিকেটে বেশি ওজন তুলতে হবে এমনটা নয়। পরিবর্তে, এমন অনুশীলন করা উচিত যা আরও খেলাকে উন্নত করবে। ওজন তোলা

ক্রিকেটারের শক্তি বৃদ্ধি করবে, তবে ব্যাথ ও বাড়িয়ে তুলবে। আমাদের খেলার দিনগুলোতে গৌতম গম্ভীর, রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গাঙ্গুলী, ভিভিএস লক্ষ্মণ, এমএস ধোনি কেউই পিঠের ব্যাথ এবং হ্যামস্ট্রিংয়ের জন্য সিরিজের মাঝপথে ছিটকে যাননি। এইসব দেখতে হবে।”

একই সাথে সেওয়াগ বলেন, বিরাট কোহলি যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এত রান করছেন সেটা কখনও ভাবতেই পারেননি তিনি। কিং কোহলি বীরেন্দ্র সেওয়াগকে ভুল প্রমাণ করেছে। বিরাট কোহলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ভারতের প্রাক্তন ওপেনার বীরেন্দ্র সেওয়াগ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিরাট কোহলির অসাধারণ সাফল্য নিয়ে মুখ খুললেন বীরেন্দ্র সেওয়াগ। প্রাক্তন এই ক্রিকেটার বলেছিলেন যে তিনি ভাবেননি যে কোহলি এত রান বা এত সেক্সুরি করতে পারবেন। সেওয়াগ বলেছিলেন যে কোহলির ক্ষমতা নিয়ে কারও সন্দেহ নেই তবে তিনি কখনই মনে করেননি যে কোহলি ৭০টির বেশি আন্তর্জাতিক সেক্সুরি করতে পারবেন।

সেওয়াগ আরও বলেছেন যে কোহলি তার শৃঙ্খলার কারণে খেলায় সফল হয়েছে। “বিরাট তাঁর কেরিয়ায়ারে খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পেরেছিলেন যে দীর্ঘ সময়ের জন্য ক্রিকেট খেলতে চাইলে তাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে। খুব কম খেলোয়াড়ই এত তাড়াতাড়ি এটি উপলব্ধি করেছেন। প্রায় একই সময়ে, অনেক খেলোয়াড় এসেছে এবং চলে গেছে।”

